বার্ষিক কর্মসূচি প্রতিবেদন

ইপসা-সিডীক প্রকল্প উদ্বোধন শেষে উপস্থিত সুধীবৃন্দ।

প্রতিবেদন সময়কাল:

জুলাই ২০১৬- জুন ২০১৭

ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন)

প্রধান কার্যালয়

বাড়ী #এফ ১০(পি), রোড #১৩, ব্লক-বি
চান্দগাঁও আ/এ, চট্টগ্রাম-৪২১২
ফোনঃ ০৩১-৬৭১৬৯০
ফ্যাক্স : +৮৮-০৩১-২৫৭০২৫৫
মোবাইল: ০১৭১১-৮২৫০৬৮ E-mail: info@ypsa.org
Web site: www.ypsa.org

ভূমিকাঃ

২০ শে মে ২০১৭ বেসরকারী সমাজ উন্নয়ন সংগঠন ইপসা'র ৩২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। ৩ রা নভেম্বর ১৯৭৮ সালে জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে ১৯৮১-১৯৯০ সালকে যুব দশক (রেজুলেশন নম্বর ৩৩/৭) ও ১৯৮৫ সালকে আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ ঘোষণা করা হয়। জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ উদযাপন ও স্ব-প্রণোদিত ভাবে উৎসাহিত হয়ে ১৯৮৫ সালের ২০ শে মে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলাধীন মহাদেবপুর গ্রামে ১৪ জন উদ্যোমী যুব সংগঠক সামাজিক উন্নয়ন মূলক কাজ, ধূমপান এবং মাদক বিরোধী কার্যক্রম করার অভিপ্রায়ে "ইয়ং পাওয়ার" নামে একটি যুব সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ইয়ং পাওয়ার ১৯৮৫-১৯৯১ সাল পর্যন্ত সৃজনশীল ও সক্রিয় একটি যুব সংগঠন হিসেবে যুবদের নেতৃত্বে যুবদের সাথে নিয়ে যুবদের জন্য বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রম গ্রহণ ও সফল ভাবে বাস্তবায়ন করেছে। ১৯৯১ সালের ২৯ শে এপ্রিলের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস পরবর্তিতে ইয়ং পাওয়ার এর যুব সংগঠকবৃন্দ জরুরী ত্রাণ সরবরাহ ও পূনর্বাসন কাজে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হয়। পরবর্তিতে ১৯৯২ সালে "ইয়ং পাওয়ার" যুব সংগঠনটি ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন) নামে রূপান্তরিত হয়ে বেসরকারী অলাভজনক সমাজ উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। ইপসা চট্টগ্রাম বিভাগ সহ সারা বাংলাদেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এর উন্নয়ন কার্যক্রম ও নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে কর্ম বিস্তৃতি ঘটায় এবং সুনাম অর্জন করে। যুব ও উন্নয়ন বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখায় ১৯৯৮ সালে জাতিসংঘ বিশ্ব ইয়ু ফোরাম ও ফেষ্টিভেল পর্তুগালে অংশগ্রহণ ও ১৯৯৯ সালে আন্তর্জাতিক যুব শান্তি পুরস্কার অর্জন করে। বর্তমানে ইপসা জাতিসংঘ ইকোনমিক ও সোশ্যাল কাউন্সিল (ইকোসক) কর্তৃক বিশেষ পরামর্শক পদমর্যাদা প্রাপ্ত সংগঠন হিসেবে সুনামের সাথে কাজকরছে। ইপসা সাংগঠনিক ভিশন-মিশন-মূল্যবোধকে ধারণ করে সুনির্দিষ্ট কৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষিত জনগোষ্ঠী এবং কর্মএলাকার চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বা প্রকল্প সমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। বর্তমানে ইপসা সামাজিক উন্নয়ন বিভাগ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিভাগ, অর্থ বিভাগ, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন এবং এডমিন বিভাগ, নলেজ ম্যানেজমেন্ট ফর ডেভেলপমেন্ট বিভাগের মাধ্যমে স্বাস্থ্য কার্যক্রম, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম, অধিকার/সচেতনতা বিষয়ক কার্যক্রম, শিক্ষা কার্যক্রম, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিষয়ক এই ৫ টি মূল থিমে বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি মানুষের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নিরলস ভাবে কাজ করছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশসরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এ টু আই) কর্মসূচির সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইপসা তথ্য প্রযুক্তিতে প্রতিবন্ধী মানুষের অভিগম্যতা তৈরীতে বিভিন্ন উদ্ভাবনী মূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সাফল্য লাভ করেছে। এসব উদ্ভাবনী মূলক কর্মসূচি সমূহ জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি ও পুরস্কার অর্জন করেছে। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে ইপসা সব সময় ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের পাশে থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের সাথে সু-সমন্বয় করে দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী জরুরী ত্রাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় কোমেন, মহাসেন এবং রোয়ানু'র কারণে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় চাহিদা ভিত্তিক ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, নগদ অর্থ, গৃহ নির্মাণ সামগ্রী বিতরণ এবং দূর্যোগে সহনশীল গৃহনির্মাণ ইত্যাদি কাজ সমূহ স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ এবং সামাজিক নেতৃবৃন্দের সাথে সু-সমন্বয় করে অত্যন্ত সফল ও সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করেছে। ইপসা'র সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি সমূহ বাংলাদেশের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে তৃণমূল পর্যায়ে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহ, উপজেলা-জেলা প্রশাসন এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ, মন্ত্রণালয় এবং সামাজিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় এমডিজি'র লক্ষ্য অর্জনে সংস্থার কার্যক্রম সমূহ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। সংস্থার সকল কার্যক্রমসমূহ ভিশন ২০২১ এর স্বপ্ন বাস্তবায়ন, বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভে সর্বোপরি স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) ২০৩০ এর সফল বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সমূহের সাথে সমন্বয় করে ধারাবাহিক ভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

ইপসা ৩২ তম বছর পেরিয়ে ৩৩ তম বছরে পদার্পণ করল। এ দীর্ঘ পথচলায় আমাদের সাথে থাকার জন্য সংস্থার সকল সাধারণ সদস্য, সকল কর্মকর্তা ও কর্মীদের পক্ষ হতে আপনাদের সকলের প্রতি প্রাণঢালা অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। সমাজ উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে ইপসাকে নিয়ে নতুন করে উন্নয়ন স্বপ্ন দেখার, বর্তমান উন্নয়ন কার্যক্রম আরো প্রসারে ও স্থায়ীত্বশীলতা তৈরীতে আপনারা অতীতে যেভাবে আমাদের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন, ভবিষ্যতে একইভাবে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান করে যাবেন এটি আপনাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা। সংগঠনের স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিত ও কার্যপরিধি বৃদ্ধি পেলে আমার, আপনার সকলের উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্র তৈরী সহ নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সর্বোপরি সমাজ উন্নয়ন ও লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ও সংগঠনের কার্যপরিধি বাড়াতে এবং স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিতে সমন্বিত ভাবে অবদান রাখা সম্ভব হবে। ৩২ বছর পূর্তি উপলক্ষে এবার ২০ মে হতে ৩১ মে পর্যন্ত প্রধান কার্যালয় সহ ইপসা'র প্রতিটি কর্ম এলাকার কার্যালয়/ফিল্ড অফিস/প্রকল্প অফিস/ব্রাঞ্চ/লিংক প্রতিষ্ঠান সমূহে স্ব-স্ব উদ্যোগে টীম ওয়ার্কের ভিত্তিতে সংস্থার ব্যয় সাশ্রয়ী নীতিমালা অনুসরণ করে সংগঠনের সাধারণ সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সামাজিক ব্যক্তিত্ব, সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মী, স্বেচ্ছাসেবী ও কর্মরত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে প্রতিটি কার্যালয়কে বর্ণিল সাজে সাজানো, সামাজিক সমাবেশ, আলোচনা সভা/মিলাদ মাহফিল/দোয়ার আয়োজন সহ বিভিন্ন জনসম্পৃক্ত সৃজনশীল কর্মসূচি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা আশা করছি, আপনাদের সকলের অব্যাহত সহযোগিতা ও সুচিন্তিত পরামর্শ এই উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখবে।

এই সময়কালে সংস্থা বৃহত্তর চট্টগ্রামে তার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পরিসরে লাভ করেছে এক গৌরবময় স্বীকৃতি। কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন । এখানে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

- যুব ও উন্নয়ন কর্মসুচিতে অনবদ্য ভূমিকা রাখায় ইপসা ১৯৯৯ সালে আর্ন্তজাতিক যুব শান্তি পুরস্কার অর্জন করেছে।
- বাংলাদেশ আইসিটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডেইজি ফর অল ধারনার জন্য জাতীয় ই-কনটেন্ট এবং আইসিটি এওয়ার্ড অর্জন ২০১০ ইং
- গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইপসা 'র জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পেরওয়েব পোর্টাল (www.shipbreakingbd.info) তৈরী ও পরিচালনার জন্য মন্থন এওয়ার্ড অর্জন ২০১০ইং
- জাতিসংঘ এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) কর্তৃক কনসালটেটিভ স্ট্যাটাস ২০১৩ ইং অর্জন।
- বিশ্বব্যাংক, মাইক্রোসফট-শ্রীলঙ্কা ও সার্ভোদায়া ফিউসনyouth Solutions! Technology for Skills and Employment', ২০১৩ ইং অর্জন।
- ইপসা ইনোভেটিব প্রজেক্ট inclusive finance project বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘ সদর দপ্তর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা থেকে জিরো প্রজেক্ট এওয়ার্ড ২০১৭ অর্জন।
- ইপসা সিএলএস প্রকল্পে ডিজিটাল টকিং বুক এর মাধ্যমে ইনোভেটিব সার্ভিস ডেলিভারির জন্য ইপসা ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে বিকন এওয়ার্ড ২০১৭ অর্জন করে।
- দৃষ্টি ও পঠন প্রতিবন্ধী শিক্ষাথীদের রিডিং মেটেরিয়ালস তৈরীর স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকারের এটুআই কর্মসূচী (প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়) ও ইপসা যৌথভাবে WSIS এওয়ার্ড ২০১৭ অর্জন করে।

ভিশনঃ

এমন একটি দারিদ্রমুক্ত সমাজ যেখানে সকলের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে।

মিশনঃ

ইপসা'র অন্তিত্ব দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী ও তাদের সমাজের টেকসই পরিবর্তন আনয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে অংশগ্রহণ করা।

মূল্যবোধ ঃ

- দেশপ্রেম এবং জাতীয় স্বার্থ, সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় গৌরবের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা
- ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা
- পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং জেন্ডার বান্ধব মনোভাব সম্পন্নতা
- মান সম্পন্নতা এবং উৎকর্ষতা
- বিনম্রতা এবং আত্মবিশ্বাস
- বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ
- পরিবেশ এবং প্রাণী জগতের প্রতি সহমর্মিতা

কর্মএলাকা ঃ

জেলা-	১৩
উপজেলা/থানা-	২৮
গ্রাম-	৯৯৩
জনসংখ্যা-	প্রায় ১ কোটি (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)

YPSA WORKING AREA

কর্মএলাকার অফিস সমুহ ঃ

প্রধান কার্যালয় ০১
ঢাকা অফিস ০১
ফিল্ড/ ব্রাঞ্চ অফিস ৭০
ট্রেনিং সেন্টার ০৭ : ৪ (আবাসিক), ৩ (অনাবাসিক)
হেলথ সেন্টার ০৬
ফিজিওথেরাপি সেন্টার ০১

কর্মী	মোট	মহিলা (%)
নিয়মিত কর্মী (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)	৮৮৩	৪৫৯
খন্ডকালীন কর্মী (স্কুল শিক্ষক সহ)	১৩২৮	৭১১
আন্তজাতিক ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী এবং ইন্টার্নী	৫৭৮	৩১৮
মোট	২৩৫৬	১১৯৩

মানব সম্পদঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রনালয় ও বিভাগের সাথে রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ

ক্রম	নিবন্ধন তথ্য	নিবন্ধন নম্বর	নিবন্ধন তারিখ
১	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	এবিব্যু-৯১৬/৯৫	২৬-০২-৯৫ ইং ১২-০৪-১৫ ইং
২	সমাজ সেবা অধিদপ্তর	চট্টঃ ১৮৭৫/৮৯	১০/০৯/১৯৮৯ ইং
৩	মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি	এমআরএ০০০০৩৩৯ ০০২৯৯ ০১২৪৯ ০০৩৩৫	২৩/০৯/২০০৮ইং
৪	জয়েন্ট স্টক কোম্পানী	সিএইচসি-২২৭/০৪	২৯/০২/২০০৪ইং
৫	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	নং- ৩১,বা ৫৫২, চট্ট - ৪৬, সীতাকুন্ড- ০১	২০/১১/১৯৯৪ ইং
৬	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	নং-৬৮/১৭	১৩/৩/২০১৭
৭	কপিরাইটঅফিস (সত্ত্বাধিকার নিবন্ধন)	৮৪৭৪ কপার	০৮/০৪/২০০৪ ইং
৮	টি আই এন (TIN)	৩৪৭৩০০২৮৫১	০১/১২/০৫
৯	ভ্যাট (VAT)	২১২১০৩৯৪৮	৩০/০৩/০৬
১০	তথ্য মন্ত্রণালয়/বেতার -২ শাখা(রেডিও সাগরগিরি এফ এম ৯৯.২)	লাইসেন্স নং - ৫	১৯/১২/২০১১
১১	ইপসা এমপ্লয়ীজ(কন্ট্রিবিউটরী) প্রভিডেন্ট ফান্ড	আঃ সাঃ/৫পি-১/চট্ট-২/২০১৭	১৫/৫/২০১৭

গর্ভনেন্স ঃ

ইপসা'র অনুমোদিত গঠনতন্ত্র / সংবিধান মোতাবেক গভর্নেন্স কার্যক্রম পরিচালিত হয় মূলত: সাধারণ পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অনুমোদিত পলিসি/ গাইডলাইন সমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। একে অপরের পরিপূরক হিসেবে এবং সমন্বিতভাবে সংস্থার সদস্যবৃন্দ ও নিবেদিতপ্রান দক্ষ কর্মীবৃন্দ দীর্ঘ মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা ও বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে।

সাধারণ পরিষদ সদস্য ঃ

ইপসা'র সাধারণ পরিষদ বছরে এক বার বার্ষিক সাধারন সভা (এজিএম) করে থাকে। উক্ত সভায় গত এক বছরের মোট বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও আর্থিক বিবরণী এবং আগামী এক বৎসরের কর্মপকিল্পনা ও প্রস্তাবিত আর্থিক বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হয়। সভায় সংস্থার দীর্ঘ স্থায়ীত্বের কথা বিবেচনা রেখে সাংগঠনিক বিষয়াবলীর সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। প্রতি তিন বছর পরপর ৭ সদস্য বিশিষ্টকার্যকরী পরিষদ (সভাপতি, কোষাধক্ষ্য, কার্যকরী পরিষদ সদস্য ৪জন ও সদস্য সচিব/প্রধান নির্বাহী) গঠন করে থাকে।

কার্যকরী পরিষদঃ

ইপসা তার গঠনতন্ত্র মোতাবেক সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদের নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। কার্যকরী পরিষদ সংগঠনের সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং সংস্থার দীর্ঘস্থায়ীত্বের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডের বাস্তবায়নে অনুমোদনও সুপারিশ করে থাকেন। প্রতিবছর এই সব বাস্তবায়িত ও পরিকল্পিত উন্নয়নমুলককর্মকান্ড সাধারন পরিষদ সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন করা হয়।

ইপসা কার্যকরী পরিষদ ২০১৬ সালে ইপসা'র বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পপরিদর্শনের জন্য খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলাও চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় বিভিন্ন কার্যক্রম ও কার্যালয়সমূহ পরিদর্শন করেন। এসময় তারা মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম পরির্দশনের পাশাপাশি বিভিন্ন সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় প্রশাসন সাথে মতবিনিময় করেন।

পানছড়িতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শনের সময় ইপসা কার্যকরী পরিষদের সমন্বয়ে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন সভাপতি, কার্যকরি পরিষদ

ইপসা সন্দ্বীপ অঞ্চলে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শনের সময় ইপসা কার্যকরী পরিষদ সদস্যবৃন্দ সমন্বয়ে আলোচনা সভা

ব্যবস্থাপনা ঃ

কার্যকরী পরিষদের সদস্য সচিব ও সংস্থার প্রধান নির্বাহী সংগঠনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করেন। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ও কৌশলগত পরিকল্পনা ও বাজেট অনুসারে স্বচ্ছতার সাথে কার্যক্রমসমূহ পরিচালিত হচ্ছে। ইপসা বর্তমানে দুইটি এ্যাপ্রোচের সমন্বয়ে কাজ করছে- রাইটস বেইজড এ্যাপ্রোচ ও সার্ভিস ডেলিভারী এ্যাপ্রোচ। সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সম্পদ আহরনে সংস্থার স্থায়ীত্বশীলতা আনয়নের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে।

ইপসা'র ৩২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন ঃ

১৯৮৫ সালের ২০ শে মে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলাধীন মহাদেবপুর গ্রামে ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন) প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতি বছর আনন্দমূখর পরিবেশে ইপসা'র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। প্রতিবারের ন্যায় ২০১৭ সালেও ইপসার সাধারন সদস্য, কার্যকরী পরিষদ, ইপসার শুভানুধ্যায়ী, সরকারী- বেসরকারী প্রতিনিধি, উপকারভোগীসহ ইপসা'র প্রধান কার্যালয়, প্রশিক্ষন কেন্দ্র, প্রকল্প অফিস/ শাখা অফিসের কর্মকর্তা, কর্মীরা অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে ইপসা'র ৩২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন করেন। এসময় ইপসার বিভিন্ন অফিসে কোরান খতম, ধারনাপত্র উপস্থাপন,র‍্যালী, আলোচনা সভা, বৃক্ষ রোপন,র‍্যাফেল ড্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

ইপসা'র ৩২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপনের বিভিন্ন অফিসের উল্লেখযোগ্য ছবিঃ

বর্তমানে চলমান প্রতিটি কর্মসূচিতে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন ও অধিকার বিষয়সমূহ প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। ইপসা কর্মসূচি সমূহ সরকার ও দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন সংস্থার সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সংস্থার মূল কার্যক্রম/কর্মসূচী সমূহ : স্বাস্থ্য কার্যক্রম, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম, অধিকার/সচেতনতা বিষয়ক কার্যক্রম, শিক্ষা কার্যক্রম, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিষয়ক। ইপসা বাস্তবায়িত কর্মসূচীসমূহ:

স্বাস্থ্যঃ

০১.প্রকল্পের নাম:ইপসা- ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রন কর্মসূচী

দাতা সংস্থা : জিএফএটিএম এবং ব্র্যাক

প্রকল্প এলাকা : জেলা- চট্টগ্রাম, উপজেলা-রাঙ্গুনিয়া

প্রকল্পের সময়কাল : মে, ২০০৮ থেকে এপ্রিল, ২০২১

লক্ষ্য ঃ২০৩০ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া নির্মূলকরণে বাংলাদেশের সঠিক অবস্থান নিশ্চিত করা এবং দেশের উন্নতি ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখা।

ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

▶ ২০২১সালের মধ্যে ১৩টি ম্যালেরিয়াপ্রবণ জেলায় বার্ষিক পরজীবি প্রকোপ/সংক্রমণের হার ০.৪৬ এর নিচে কমিয়ে আনা।

▶২০২১ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়াপ্রবণ ১৩টি জেলার ৮টিতে ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ রোধ করা।

▶২০২১ সালের মধ্যে অবশিষ্ট ৫১টি জেলাকেম্যালেরিয়া সংক্রমণমুক্ত নিশ্চিত করা।

▶ম্যালেরিয়ামুক্তজেলাসমূহে ম্যালেরিয়ার পুন:আর্বিভাব/পুনরাদয় প্রতিরোধ করা ।

▶বাংলাদেশে ACTপ্রতিরোধী প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম জীবাণুর আর্বিভাব প্রতিরোধ করা।

উল্ল্যেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জন সমূহ:

কার্যক্রম সমূহ	সংখ্যা
দরিদ্র ও অতি দরিদ্র পরিবারের মাঝে কীট নাশকযুক্ত মশারী বিতরণ করা হয়েছে	১,৬৪,৩০৬টি
কীটনাশক ঔষধে মশারি চুবানো হয়েছে	৯২,১৬৬টি
মাইক্রোস্কোপিক এর মাধ্যমে রক্তকাঁচ পরীক্ষা করা হয়েছে	৩৮,৩৯৯টি
মাইক্রোস্কোপিক এর মাধ্যমে ম্যালেরিয়া ও ভাইভেক্স ম্যালেরিয়া রোগী সনাক্তকরণ	১৩৪টি ও ৩৩টি
মাইক্রোস্কোপিক পরীক্ষার মাধ্যমে ফেলসিপেরাম ম্যালেরিয়া রোগী সনাক্তকরণ	১০১টি
র‌্যাপিড ডায়গনস্টিক টেস্ট (আরডিটি)'র মাধ্যমে রক্ত পরীক্ষা	৬৭৮৩টি
আরডিটি'র মাধ্যমে ফেলসিপেরাম ম্যালেরিয়া ও ভাইভেক্স মəলেরিয়া রোগী সনাক্তকরণ	৫১৬টি ও ৫টি
ACT ঔষধের মাধəমে ফেলসিপেরাম মəলেরিয়া রোগীর চিকিৎসা প্রদান	৬১৬টি
উপজেলা পর্যায়ে সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, পেশাজিবীদের বিসিসি ও গ্রাম ডাক্তার কর্মশালাঅংশগ্রহণে এ্যাডভোকেসি ওয়ার্কশপ	৫৫টি
গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জনসচেতনতা মূলক গণনাটকও জারীগান	৩৭টি
দর্শনীয় স্থানে ম্যালেরিয়া সচেতনতা বিষয়ক সাইনবোর্ড/বিলবোর্ড স্থাপন	৯২টি
বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস উদ্‌যাপন (উপজেলা পর্যায়ে)	০৯টি

০২.প্রকল্পের নাম:যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সহায়ক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : জেলা- খাগড়াছড়ি, উপজেলা/থানা- পানছড়ি উপজেলা

প্রকল্পের সময়কাল : ২০১৫ থেকে ২০১৮

লক্ষ্য: প্রকল্পের সার্বিক দিক হল বাংলাদেশের যুব সম্প্রদায়ের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, এক্ষেত্রে সমাজের পিছিয়ে পড়া যুব , সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

উদ্দেশ্যসমূহ ঃসার্বজনীন অভিগম্যতার মাধ্যমে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের তথ্যের নির্দিষ্ট লক্ষ্য হল ১০-২৪ বছরের যুব সমপ্রদায়ের তথ্যসমৃদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং খাগড়াছড়িতে ২০১৮ সালের মধ্যে যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সঠিক তথ্য ও মানসম্মত সেবায় অভিগম্যতা কার্যকর করা।

- যুব সম্প্রদায়ের যথাযথ যৌন ও প্রজনন সেবায় অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।
- জাতীয় এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় কিশোর কিশোরীর প্রজনন স্বাস্থ্য কৌশল বাস্তবায়নের উন্নয়ন করা
- সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহ যুব বান্ধব যৌন শিক্ষা, প্রজনন শিক্ষা, তথ্য ও সেবা প্রদানে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি
- স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহের সার্বিক যুব বান্ধব মান-সম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবায় সকলের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

উল্ল্যেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জন সমূহ:

কার্যক্রম	অর্জন
পিয়ার ও কো-পিয়ারদের জন্য পিয়ার এডুকেশন প্রশিক্ষণ(০৩ দিন ব্যাপী), জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ (০২ দিন ব্যাপী), সমন্বিত যৌনতা শিক্ষা প্রশিক্ষণ (০৩ দিন ব্যাপী)	১৯০৪ জন
মা-বাবাদের জন্য প্যারেন্টিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন (০২ দিন ব্যাপী)	৩১৭ জন
উন্নয়ন নাটক ও অডিও-ভিজুয়াল শো মাধ্যমে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক প্রচারনা	উন্নয়ন নাটক:৩৫ টি, ভিডিও শো: ৩০ টি
যুব ক্লাব আয়োজিত কার্যক্রম	৬০ টি
নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ (যুব ক্লাবের প্রতিনিধি)	১৫ জন
যুব মেলা	০১ টি
জেলা ও উপজেলা সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় সভা	০২ টি
সিএসও সদস্যদের জন্য সমন্বিত যৌনতা শিক্ষা প্রশিক্ষণ	১৫০ জন

০৩. প্রকল্পের নাম : Strengthening Health Outcome for the Women and Children (SHOW)

দাতা সংস্থার নাম: প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল ও কানাডিয়ান সিডা

প্রকল্প এলাকা: পানছড়ি উপজেলা, খাগড়াছড়ি জেলা

প্রকল্পের সময়কাল: জানুয়ারী ২০১৬- ডিসেম্বর ২০২০

লক্ষ্য: দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে মহিলা শিশুদের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন করা।

বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জনঃ

০১। পাটিসেপটরি ওয়েল রেংকিং (পিডাব্লিউআর) সম্পাদন করা হয় যার মাধ্রমে পানছড়ি উপজেলার পাচটি ইউনিয়নে ধনী দরিদ্র,হত দরিদ্র পরিবার চিহ্নিত করা হয়।

০২। পাঁচটি ইউনিয়নে অবস্থিত কমিউনিটি ক্লিনিক,ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র গুলো সচল করার লক্ষ্যে সকল পরিচালনা কমিটি সক্রিয় করা হয়।

০৩। প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে চেঞ্জ মেকার গ্রুপ গঠন করা হয়। যে গ্রুপের মাধ্যমে ঐ ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যান,মেম্বার,মহিলা মেম্বার সহ সুশীল সমাজের বিভিন্ন স্থরের জনসাধারনককে সমৃক্ত করা হয়।

০৪। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এমএনসিএইচ ও এসআরএইচ বিষয়ে শো-প্রকল্পে কর্মরত সকল কর্মীদের ৩(তিন) দিন ব্যাপী প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়।

কার্যক্রম সমূহ	অর্জন
দিবস পালন (নারী দিবস, জনসংখ্যা দিবস ও নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস	৩টি
বিভিন্ন পেশাজীবির সাথে বিসিসি সেশন	১টি
চেঞ্জ মেকার দল গঠন	৫টি
নারী সংগঠন (সেলফ হেলফ দল) গঠন	১৫টি
পুরুষ সংগঠন (সেলফ হেলফ দল) গঠন	২০টি
প্রশিক্ষন প্রদান(স্টাফ ও কমিউনিটি জনগন)	৫ টি
কিশোর কিশোরী দল গঠন	৯২টি পিয়ার দল
ইউনিয়ন ও উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সভা	১৬টি
সিএসজি দলের সাথে সভা	১৫টি
Form UH&FWC Management Committee	২টিটি
ত্রৈমাসিক ফলোআপ সভা	৫টি

০৪.প্রকল্পের নাম:ইপসা -পরিবার পরিকল্পনার দীর্ঘ মেয়াদী ও স্থায়ী পদ্ধতি ব্যবহার বৃদ্ধি প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কাল: নভেম্বর ২০১৪ থেকে জুন ২০১৭

কর্মএলাকা: চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকা

লক্ষ্য: প্রাইভেট সেক্টরকে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনার দীর্ঘ মেয়াদী ও স্থায়ী পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জন সমূহ:

তথ্য প্রদান. ক্যাম্প করা, পিয়ার এডুকেশন সেশন, ক্লাইন্ট রেফার ও সেবা গ্রহীতাদের দীর্ঘ মেয়াদী ও স্থায়ী পদ্ধতির ব্যবহার।

কার্যক্রম	অর্জন
তৈরী পোষাক শিল্প কারখানায় নিয়োজিত কর্মী এবং প্রাইভেট হাসপাতালে পরিবার পরিকল্পনা কাউন্সেলিং এবং পদ্ধতি গ্রহনে রেফার করা ও সহযোগীতা করা	১৫৬৩৮ জনকে রেফার করা হয়েছে এবং পদ্ধতি নিয়েছে ১১৫৩৬ জন
তৈরী পোষাক শিল্প কারখানায় নিয়োজিত কর্মীদের পরিবার পরিকলপনা প্রশিক্ষণ প্রদান	১৬ টি গার্মেন্টসে ১৬ জন মাস্টার ট্রেইনার এবং ৪৮ জন পিয়ার এডুকেটরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়
তৈরী পোষাক শিল্প কারখানায় নিয়োজিত কর্মীদের পরিবার পরিকলপনা তথ্য প্রদান	৯৪০টি পিযার এডুকেশন সেসনের মাধ্যমে ২১৭৫০ কে তথ্য প্রদান করা হয়
প্রাইভেট হাসপাতালে ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ	১০ টি প্রাইভেট হাসপাতালের ১৫ জন ডাক্তারকে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ।
কমিউনিটি পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা কাউন্সেলিং এবং পদ্ধতি গ্রহনে রেফার করা ও সহযোগীতা করা	১০০ জন কমিউনিটি ভলান্টিয়ারের মাধ্যমে ১২৫৪৫ জন কে রেফার করা হয় এবং ৮৬৭৫ জন পদ্ধতি গ্রহন করে ।

০৫.প্রকল্পের নাম:ইপসা - এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কাল: ডিসেম্বর ২০১৫- জুন ২০১৮

কর্মএলাকা: চট্টগ্রাম ,ঢাকা, নারায়নগঞ্জ

দাতা সংস্থার নাম: সেভ দ্যা চিল্ড্রেন

লক্ষ্য: এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ মাঠ পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জন সমূহ:

তথ্য প্রদান. ক্যাম্প করা, পিয়ার এডুকেশন সেশন, ক্লাইন্ট রেফার এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ মাঠ পর্যায়ে সচেতনতা সেশন।

- স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র (ইনটিগ্রেটেড হেলথ সেন্টার –০২টি)
- বিনামূল্যে যৌনরোগের চিকিৎসা ও কাউন্সিলিং -১২০
- এইচআইভি পরীক্ষা (ভিসিটি) -১৪০
- কনডম ও লুব্রিকেন্ট বিতরণ
- দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ -৪টি

০৬.প্রকল্পের নাম ঃPromoting Safe Water and Sanitation in East Bakalia in Chittagong

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ ১লা এপ্রিল ২০১৭ থেকে ৩১শে মার্চ ২০১৯ ইং (২ বৎসর)

প্রকল্প এলাকা ঃ তক্তারপুল, ওয়ার্ড নং-১৮(পূর্ব বাকলিয়া), চট্টগ্রাম সিটি কর্পোশেন, চট্টগ্রাম।

দাতা সংস্থার ঃ The Kadoorie Charitable Foundation (KCF)

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর পূর্ব-বাকলিয়া ওয়ার্ডের তক্তার-পুল বস্তিবাসির জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন সুবিধা, পরিচ্ছন্নতার অনুশীলন এবং ড্রেনেজ সিস্টেমের অবস্থার উন্নয়ন।

২. সম্মন্বিত কমিউনিটি ভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে তক্তার-পুল বস্তিতে নিরপিদ পানি, স্যানিটেশন সুবিধা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন এবং এতদ্ বিষয়ে বস্তিবাসির দক্ষতার বিকাশ সাধন।

৩. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর পূর্ব-বাকলিয়া ওয়ার্ডের তক্তার-পুল বস্তিবাসির সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবহার এবং পরিচ্ছন্নতার অনুশীলন ও আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে বস্তিবাসিদের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত জীবন তুলে ধরা।

বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জন ঃ

কার্যক্রম	অর্জন
কমিউনিটি জনগনের সাথে যোগাযোগ ও সর্ম্পক উন্নয়ন	চলমান
বেইস লাইন সার্ভে	১২৫ টি পরিবারে বেইস লাইন সার্ভে সম্পন্ন
দল গঠন	৭টি দল গঠন
ফোকাস গ্রুপ ডিকসাশন (এফজিডি)	২টি এফজিডি
হার্ডওয়ার কাজের জন্য সাইট সিলেকশন	চলমান
কমিটি গঠন	সম্পন্ন
কেআইআই	৬টি
সোশ্যাল ম্যাপ তৈরী	১টি

০৭. প্রকল্পের নাম: প্রমোটিং স্মোক ফ্রি লোকাল গভর্নমেন্ট এন্ড পাবলিক প্লেস ইন বাংলাদেশ

প্রকল্পের লক্ষ্য : স্থানীয় প্রশাসন এবং আইন প্রয়োগকারি সংস্থাগুলোর মাধ্যমে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন এবং বিধি বাস্তবায়ন এবং স্থানীয় সরকারের ধূমপানমুক্ত কার্যক্রমের সর্বোৎকৃষ্ট চর্চার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

প্রকল্পের মেয়াদকাল : ১৫ এপ্রিল ২০১৫ থেকে ১৪ জুলাই ২০১৭ (২ বছর ৩ মাস)

দাতা সংস্থা : টোব্যাক ফ্রি কিডস (TFK) ,USA

কর্মএলাকা: চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলার ৯ টি পৌরসভা এবং ২ টি সিটি কর্পোরেশন

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ:

১. স্থানীয় প্রশাসন ও আইন বাস্তবায়নকারি সংস্থার কর্মকর্তাদের দক্ষতা এবং উদ্যোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ধূমপান ও তামাকজাতদ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন এর বাস্তবায়ন শক্তিশালী করা।

২. স্থানীয় সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ উদ্যোগের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে তাদের সর্বোৎকৃষ্ট চর্চাসমূহের স্থায়িত্বশীলতা আনয়নে স্থানীয় সরকারসমূহকে সহায়তা করা ।

৩. জনগণের মধ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিধি সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি এবং নিরীক্ষণের তথ্য ব্যবহারের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিধি মেনে চলতে জনসমর্থন তৈরি করা।

৪. তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংস্থাসমূহের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে জাতীয় পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত এডভোকেসিতে সহযোগিতা।

বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জন ঃ

- ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ১১টি স্থানীয় সরকার এর বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২ কোটি ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এরমধ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ২ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করেছে।
- ১১ টি জেলায় ৪৪টি টাস্কফোর্সের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ২০২ টি মোবাইল কোর্ট এর মাধ্যমে ৪৪৩ জন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান এর কাছ থেকে জরিমানা আদায় হয়েছে ৬,১৪,৫৮০ টাকা।
- **"চট্টগ্রাম বিভাগে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন"** শীর্ষক ৪টি সভা হয়েছে যার ফলে চট্টগ্রাম বিভাগে উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করার বিষয়টি এজেন্ডা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিভাগীয় কমিশনার এর পক্ষ থেকে নির্দেশনা প্রদাণ করা হয়েছে।
- চট্টগ্রাম বিভাগে বিভাগীয় ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং নোয়াখালী জেলায় জেলা ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, কক্সবাজার এবং ফেনী জেলার সমন্বয় সভায় তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি এজেন্ডা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের জন্য সরকারি বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তর হতে ৩৬ টি সার্কুলার/চিঠি জারী করা হয়েছে।
- ৩৫২ জন কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে ১১ টি প্রশিক্ষণ প্রদাণ করা হয়েছে।

মানবাধিকার:

০৮.প্রকল্পের নাম: কমিউনিটি লিগ্যাল সার্ভিসেস ফর এ্যাকসেস টু জাস্টিস

প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগী সংস্থা: ইউকেএইড ও কমিউনিটি লিগ্যাল সার্ভিস (সিএলএস)

প্রকল্পের কর্মএলাকা: চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ৬টি উপজেলা।

প্রকল্পের সময়কাল : জুলাই ২০১৪ থেকে মার্চ ২০১

প্রকল্পের লক্ষ্য: চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলার নির্দিষ্ট এলাকার অধিকারবঞ্চিত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আইনি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় ক্ষমতায়িত করার জন্য আইনগত সহায়তা প্রদান করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যে:

⊙প্রথাগতআইনি সেবা সর্ম্পকে কমিউনিটির জ্ঞান এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি আইনি সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং যেখানে অনিয়ম হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় সেখানে প্রতিকার এর ব্যবস্থা করা।

⊙আইনি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্টান সমুহের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তৃণমুল পর্যায়ে আইনি সেবাকে উন্নয়ন করা এবং কমিউনিটির চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমুহকে সক্রিয় করে তোলা।

⊙সরকারী- বেসরকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় করে মাঠ পর্যায়ে সি এলএস সেন্টারের মাধ্যমে সুন্দর আইনি সেবা সুনিশ্চিত করা।

বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জন:

কার্যক্রম	অর্জন
বাজার সভা	১৫১ টি

দিবস পালন	১৭টি
উঠান বৈঠক	১৩৫১টি
ভিড়িও শো, পথ নাটক ও লোক গান	১০২টি
ইউলাক, উলাক, ডিলাক, জিও এনজিও ও নারী ও শিশু নির্যাতন কমিটির সভা	৪৪ টি
লোকাল সার্ভিস প্রোভাইডারের সাথে সভা	০৭ টি
নারী নির্যাতন বিরুধী মানব বন্ধন	১৪ টি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারিরীক ও যৌন হয়রানী বিষয়ক সভা	১৮ টি
সিএল এস জোট সদস্যদের সভা	১৫ টি
রিজিওনাল লার্নিং শেয়ারিং সভা	০২ টি
সিএল এস জোট সদস্যদের সভা	১৫ টি
ইউপি সদস্যদের প্রশিক্ষন	১২ টি
বিভিন্ন আইনি প্রতিষ্ঠানে (ডিলাক, ব্লাস্ট. গ্রাম আদালত)কেইস রেফার	২৮৪ জন
মিডিয়েশন ও আইনি সহায়তা প্রদান	১৫২ জন

০৯. প্রকল্পের নাম : কক্সবাজার জেলার জনগণের সামাজিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উগ্রবাদ ও সহিংসতা প্রতিরোধ

দাতা সংস্থার নাম: GCERF

প্রকল্পের সময়কাল: জুলাই ২০১৬- জুন ২০১৯

প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার জেলা

লক্ষ্য: উগ্রবাদ ও সহিংসতা মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- কক্সবাজার জেলায় উগ্রবাদ ও সহিংসতা প্রতিরোধে ১৮-৩৫ বছরের ঝরে পড়া যুবগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে তাদের ভূমিকাকে শক্তিশালী করা।
- উগ্রবাদ ও সহিংসতা প্রতিরোধে কক্সবাজার জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৫-২২ বছরের ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- নারীদেরকে উগ্রবাদ ও সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতন করা, যাতে করে তারা সচেতন হয়ে তাদের পরিবারকে উগ্রবাদ ও সহিংস কর্মকাণ্ড থেকে রক্ষা করতে ভূমিকা রাখতে পারে।

বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জন:

- এনজিও এ্যাফেয়ারস ব্যুরো কতৃক অনুমোদন ও এফডি সিক্স এর কপি সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থাসমুহকে প্রেরন
- সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মেয়র ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের অবহিত করণ।

- এনজিও এ্যফেয়ার্স ব্যুরো পরিচালক জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠান আয়োজন।
- ছয় মাসিক কনসোর্টিয়াম কমিটি মিটিং আয়োজন করা হয়েছে ২ টা
- কনসোর্টিয়াম ম্যানেজমেন্ট কমিটি সভা আয়োজন ৪ টা
- প্রকল্প কর্মীদের জন্য প্রজেক্ট ওরিয়েন্টশন আয়োজন ১ টা
- ২৫০০০ পোষটার, ২০০০০০ লিফলেট ও ১০০ ফ্লিপ চার্ট তৈরী
- প্রকল্প কর্মী ও তথ্য সংগ্রহকারীদের জন্য বেইস লাইন সার্ভে ওরিয়েন্টেশন আয়োজন,বেইস লাইন সার্ভে কার্যক্রম সম্পাদন
- জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষন গাইড লাইন প্রশিক্ষনের জন্য ওয়ার্কশপ আয়োজন
- কমিনিটি মবিলাইজেশন ও ফেশিলিটেশন প্রশিক্ষন প্রদান
- প্রকল্পের হিসাব কর্মকর্তা ও কর্মীদের ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষন প্রদান
- মনিটরিং বিষয়ে প্রশিক্ষন ও নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষন প্রদান ।
- ৬৭৭ টি যুব দল গঠন করা ও ৭৫ যুব ফোরাম গঠন করা
- ১৬ টি জীবন দক্ষতা প্রদান করা হয়েছে যুব ফোরাম সদস্যদের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষন করা হয়েছে
- যুব ফোরাম সদস্যদের ২টি নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষন করা
- উগ্রবাদ ও সহিংসতা প্রতিরোধে যুবদের অংশগ্রহনে সচেতনতামূলক কার্যক্রম ১৬৪টি আয়োজন করা হয়েছে
- নারীসমাজের জন্য ৪টি উঠান বৈঠকের আয়োজন করা
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ৩টি ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা চলছে
- ২টি গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ২ টা কমিটি সচল করা হয়েছে
- শিক্ষকদের ৪টি ওরিয়েন্টেশন প্রদানও শিক্ষার্থীদের জন্য জীবন দক্ষতা ১টি প্রশিক্ষন।

ইপসা-সিভীক প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত ''উগ্রবাদ ও সহিংসতা প্রতিরোধে নাগরিক সমাজের ভূমিকা শীর্ষক" গোলটেবিল আলোচনায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

স্লোগানের সাথে একাতৃতা প্রকাশ করে স্বাক্ষর প্রদান করছেন জনাব, খালেদ মাহমুদ, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার।

১০. প্রকল্পের নাম : এডভান্স প্রোগ্রাম ফর ইমপ্রুভড লাইফস্টাইল অব দা আরবান পুউর (এলআরপি-৪৮)

দাতা সংস্থার নাম: একশন এইড বাংলাদেশ

প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ১৯ ও ৩৫ নং ওর্য়াড

প্রকল্পের সময়কাল: জানুয়ারী ২০১৬- ডিসেম্বর ২০২৫

লক্ষ্য: বস্তি এলাকার দরিদ্র জনগোষ্টির জীবনমান উন্নয়ন করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমুহ:

ক. বস্তি এলাকার দরিদ্র নারী, যুবকদের সংগঠিত করে তাদের অধিকার আদায়ে সক্রিয় করা।

খ. দরিদ্র শিশুদের সৃজনশীল বিকাশের মাধ্যমে শিক্ষার পরিবেশ তৈরী

গ. সরকারী- বেসরকারী সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমুহকে বস্তিবাসীর সাথে সম্পৃক্ত করা।

বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জন:

- ৪ টি শিশু মেলা গঠিত হয়েছে
- ৬ টি রিফ্লেকসন এ্যাকসন গ্রুপ গঠন করা, যার মধ্যে ৪ টি নারী দল এবং ২টি যুব দল গঠিত হয়েছে

- প্রায় ১২০০ স্পন্সর এবং কমিউনিটি শিশুর চাইল্ড মেসেজ, চাইল্ড হিষ্ট্রি, এপলোড সংগ্রহ করা হয়েছে
- ৪ টি শিশু মেলা ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ৪ টি রিফ্লেকসন এ্যাকসন গ্রুপ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে
- প্রায় ১২০০ স্পন্সর এবং কমিউনিটি শিশুর চাইল্ড মেসেজ, চাইল্ড হিষ্ট্রি, এপলোড সংগ্রহ করা হয়েছে।

১১. প্রকল্পের নাম : প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আধিকার আদায়ে সক্ষমতা অর্জন

দাতা সংস্থার নাম: ডিআর এফ

প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম জেলা

প্রকল্পের সময়কাল: জানুয়ারী ২০১৬- ডিসেম্বর ২০১৬

লক্ষ্য: প্রতিবন্ধী সনদের আলোকে ব্যক্তিদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার করা।

বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জন:

- ১২ সচেতনতা সভা,
- ৪টি প্রশিক্ষন প্রদান,
- ২ টি স্থানীয় সরকারের সাথে মতবিনিময়,
- ৩টি শিক্ষক ছাত্র ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন প্রদান

১২. প্রকল্পের নাম : " সিকিউরিং বেটার ফিউচার ফর দি চাইল্ড লেবার ইন শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড (এসবিওয়াই প্রকল্প)"

দাতা সংস্থার নাম: ওর্য়াল্ড ভিশন বাংলাদেশ

প্রকল্প এলাকা: সীতাকুণ্ড উপজেলা

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ ১ আগস্ট ২০১৫ থেকে এপ্রিল ২০১৭

প্রকল্পের লক্ষ্য:

জাহাজভাঙ্গার শিশু শ্রমিক নিয়োগ নিরসন করা ও তাদের জীবন মানোন্নয়ন।

উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

১. জাহাজভাঙ্গায় নিয়োজিত শিশু শ্রমিকদের বিকল্প নিরাপদ পেশার কারিগরি প্রশিক্ষণ ও নতুন পেশায় চাকুরী প্রদান;

বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জন:

লাইফ স্কিল প্রশিক্ষণ, ২০০ জন শিশু শ্রমিক লাইফ স্কিল প্রশিক্ষণ পেয়েছে
কারিগরি প্রশিক্ষণ (গার্মেন্টস সেলাই, ইলেকট্রিক হাউস রিপায়েরিং, পাইপ ফিটিং, মোটর সাইকেল রিপায়েরিং), ১২২ জন শিশু শ্রমিক বিভিন্ন পেশায় কারিগরি প্রশিক্ষণ লাভ করেছে
জব প্লেসমেন্ট, ১২০ জনকে নতুন পেশায় নিয়োগ দেয়া হয়েছে

১৩. প্রকল্পের নাম : এনসিউরিং ডিসেন্ট ওর্য়াক এন্ড সেইফ কন্ডিশনস ফর শিপ ব্রেকিং ওর্য়াকারস ইন বাংলাদেশ (লাইফবোট প্রকল্প)

দাতা সংস্থার নাম: USA State Department

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ ১ অক্টোবর ২০১৬ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮

প্রকল্পের লক্ষ্য: জাহাজভাঙ্গার ক্ষেত্রে আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রমিক অধিকার ও গৃহিত কর্মপরিবেশের আলোকে বাংলাদেশের জাহাজভাঙ্গা শিল্পের কর্ম ক্ষেত্রের মানোন্নয়ন।

উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

১. জাহাজভাঙ্গা সংশ্লিষ্ট আইন ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতার মাধ্যমে শ্রমিকদের সামাজিক উন্নয়ন ও তাদের ক্ষমতায়ন;
২. জাহাজভাঙ্গা কার্যক্রমে শিশু শ্রমিক হ্রাসকরণে মালিক ও স্থানীয় জনসাধারণকে সহযোগিতা করা;
৩. সঠিক ও যথাযথ আইন এবং এর কার্যকরী বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা সমূহকে প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধি সহযোগিতা করা;
৪. জনগণের মধ্যে শ্রম অধিকার সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি সম্পর্কে সচেতনতার মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিধি মেনে চলতে জনসমর্থন তৈরী করা।

বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জন:

বিবরণ/কার্যক্রম এর অর্জন
শ্রমিকদের শিক্ষা, সচেতনতা ও বিনোদনের লক্ষে 'লাইফবোট সেন্টার' নামের একটি সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ; প্রকল্প অনুমোদনের প্রথম মাসের মধ্যে:
শ্রম আইন ২০০৬ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ি ৬০০ জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিকদের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
জাহাজভাঙ্গার কাজে শ্রমিক সুরক্ষা ও সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালনে স্থানীয় সুশীল সমাজ ও কমিউনিটি'র প্রতিনিধির সম্পৃক্তকরণ
জাহাজভাঙ্গার সার্বিক পরিবেশ উন্নয়নে ১০জন মালিক, কন্ট্রাকটরদের মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;
জাহাজভাঙ্গা শ্রমিক হিসেবে শিশু শ্রমিকের নিয়োগ প্রতিরোধে সরকার, মালিক ও কন্ট্রাকটরদের উদ্যোগ গ্রহণ; ১০০ শিশুশ্রমিককে জাহাজ ভাঙ্গার চাকুরীতে নিরূৎসাহিত করা হয়েছে
স্থানীয় প্রশাসন এবং স্থানীয় সরকার কর্তৃক ৫০০ জাহাজভাঙ্গা শ্রমিক ও সার্বিক পরিবেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে

১৪. প্রকল্পের নাম ঃ ফেয়ারার লেবার মাইগ্রেশন ইন বাংলাদেশ

প্রকল্প এলাকা ঃ রাঙ্গুনিয়া (সরফভাটা ইউনিয়র ও পৌরসভা), চট্টগ্রাম

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ ১লা জানুয়ারী, ২০১৭ইং থেকে ৩১ ই মার্চ, ২০১৮ ইং (১৫ মাস)

বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ ইপসা।

দাতা সংস্থার নাম ঃ ইউকে এইড, ব্রিটিশ কাউন্সিল, প্রকাশ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ঃ

- শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত মাল্টি স্টেকহোল্ডারদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণে সহযেগিতা করা।
- স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগ গ্রহন প্রক্রিয়াকে (অভিবাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট) সক্রিয় করার জন্য সচতেনতামুলক কাজ করা এবং উগ্যোগী করে একটি মডেল স্থাপন করা।
- প্রতিনিধিত্বকারী সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্টি, যুব, নারী, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও শ্রম অভিবাসীদের সংগঠিতকরনের মাধ্যমে ফোরাম গঠন করা যাতে তারা তাদের সঠিকভাবে শ্রম অভিবাসনে কাজ করবে এবং স্থানীয় অভিযোগ প্রক্রিয়াকে সহযোগিতা করবে।

বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জন ঃ

প্রধান কার্যক্রম	অর্জন
যুব ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্টি বাধাঁ ও সঠিক অভিবাসন এর চাহিদা চিহ্নিত করণে একটি গবেষনা করা, এবং একটি ডাটাবেইজ তৈরী করন	চলমান
অভিবাসীদের সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার যেমন; ডেমু, রিক্রুটেট এ্যজেন্সি,জেলা প্রবসী কল্যান্য সহায়তা ডেস্ক, স্থানীয় প্রশাসন ইত্যাদি স্টেক হোল্ডারদের সাথে সভার আয়োজন করা।	জেলা পর্যায়ে ০১ সভার আয়োজন করা হয়েছে।
অভিবাসন বিষয়টি স্থানীয় উপজেলার এবং জেলা পর্যায়ে মাসিক সমন্বয় সভায় অর্ন্তভুক্তি করার জন্য তদবির	চলমান (৩ টি মিটিং সম্পন্ন)
মাইগ্রেশনের নিয়ম এবং প্রতিদান অভিবাসী সহযোগিতা কেন্দ্র ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে অভিযোগ গ্রহন প্রক্রিয়া সর্ম্পকে সহায়কদের প্রশিক্ষন প্রদান।	২ টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
গ্রিভেন্স ম্যানেজমেন্ট কমিটি (জিএমসি)কর্তৃক অভিবাসী সহযোগিতা কেন্দ্রে অভিবাসন বিষয়ক অভিযোগ গ্রহন সমাধান ও বিরোধ নিস্পত্তি করা	৭ টি অভিযোগ গ্রহন এবং ৩ টি সমাধান সম্পন্ন
অভিবাসী সহযোগিতা কেন্দ্রের মাধ্যমে সঠিকভাবে অভিবাসন করা ও অভিযোগ সমুহ মিমাংসা করা জন্য এমআরআইসি সাথে পরিকলপনা বিষয়ক কর্মশালা করা এবং একটি এ্যকশ্যান প্ল্যান তৈরী করা	২ টি এলাকায় এ্যাকশান প্লান তৈরী করা হয়েছে
এমআরআইসি নীতিমালা অনুসারে সঠিকভাবে অভিবাসন প্রক্রিয়া ও তাদের দায়িত্ব কর্তব্যে নিয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন প্রদান এবং সঠিকভাবে অভিবাসন বিষয়ে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যুব সেচ্ছাসেবক দলকে প্রশিক্ষন প্রদান	২ টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

ইপসা-ফেয়ারার লেবার মাইগ্রেশন প্রকল্পের জেলা পর্যায়ের মিটিং এ বক্তব্য রাখছেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম

ইপসা-এফএলএম প্রকল্পের গ্রিভেন্স ম্যানেজমেন্ট কমিটির মাঠ পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

১৫. প্রকল্পের নাম: Building Resilience of Returning Migrants from the Andaman Sea through Economic Reintegration and Community Empowerment in Cox'sBazar

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম)

প্রকল্পের সময়কাল: অক্টোবর ২০১৬ থেকে অক্টোবর ২০১৮

লক্ষ্য : আন্দামান থেকে ফেরত আসা ব্যক্তিদের পূর্ণবাসন করা।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে:

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে মেয়ে, শিশু ও মহিলা পাচার ব্যক্তিদের পূর্ণবাসন করা।

কর্মএলাকা ঃ কক্সবাজার জেলা

বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জন ঃ

কাজের নাম	অর্জন
সুবিধাভোগী সনাক্ত করণ	৫০জন
প্রশিক্ষণ প্রদান (১মাস ব্যাপী টাইলস, রাজমিস্ত্রি ও রড বাধার কাজের জন্য)	০৯জন

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বি করা	৫০জন
গ্রুপ গঠন	০৯টি
নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ে দক্ষতা প্রশিক্ষণ	০১টি
অভিবাসন স্থানান্তরের কারণ অনুসন্ধান বিষয়ে কর্মশালা	০১টি
অভিবাসী ও তাদের আশে পাশের লোকজনকে নিয়ে উঠান বৈঠক	১১টি

১৬. প্রকল্পের নাম:ইপসা মানব পাচার প্রতিরোধ কর্মসূচী (আশ্বাস)
দাতাসংস্থা: আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) ও এসডিসি
প্রকল্পের সময়কাল: জানুয়ারী ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬
প্রকল্পের উপকারভোগী: মানব পাচারের শিকার সকল নারী, পুরুষ, শিশু এবং কিশোর-কিশোরী।
প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার জেলা ও চট্টগ্রাম জেলা।

বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জন ঃ

প্রধান কার্যক্রম	**অর্জন**
সারভাইভারকে চিহ্নিতকরন এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান:	সম্পন্ন
সারভাইভারদের জন্য অন দ্যা জব ট্রেনিং/ইন্টারশীপ চলাকালীন সহযোগিতা প্রদান করা	৩ মাসের ট্রেনিং প্রদান
সারভাইভারদের জীবন-জীবিকায়ন ভিত্তিক আয়বৃদ্ধিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষন প্রদান:	প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
সারভাইবারদের সাথে নিয়ে ব্যবসা বা ক্ষুদ্র উদ্যোগ প্রকল্প প্রণয়ন ও পরিচালনা (স্থানীয় পর্যায়ে উপদেষ্টা কমিটি এবং এনজিও কর্মীরা তা তদারকি করবেন।)	সারভাইবারদের ব্যবসা এলাকায় কমিটি গঠন
চিহ্নিত সারভাইভারদের মধ্য থেকে যাদের প্রয়োজন তাদেরকে শেল্টার হোমে মৌলিক চাহিদাভিত্তিক (খাদ্য, পোশাক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সচেতনায়ন) সেবা প্রদান	৫ জন চিহ্নিত সারভাইভারকে সেবা প্রদান
সারভাইভারদের জন্য ০৩দিন ব্যাপী জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষন প্রদান	প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
কঠিন ও জটিল পরিস্থিতিতেও খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য সারভাইবারদেরকে সাইকো সোশাল কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা	৩০ জন সারভাইভারকে সাইকো সোশাল কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।
সারভাইভারের চাহিদা এবং এলাকার অবকাঠামোগত প্রেক্ষাপটে বাজার চাহিদা নিরুপন করা এবং ব্যবসা সামগ্রী প্রদান।	২৩ জন সারভাইভারকে ব্যবসা সামগ্রী প্রদান (৬৫ হাজার টাকার সমমূল্য)
স্থানীয় প্রশাসন, সরকারী কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও সিভিল সোসাইটির সাথে সারভাইবারদের ব্যবসা বিষয়ক এবং সহযোগিতা সংক্রান্ত অবহিত সভার আয়োজন করা	৮টি উপজেলা এবং ২ টি জেলা পর্যায়ে সভার আয়োজন করা হয়েছে।

ইপসা-আশ্বাস প্রকল্পের আওতায় রামুতে কর্মসংস্থান সামগ্রী বিতরণ করেন মো: নিকারুজ্জামান (উপজেলা নির্বাহী অফিসার-ভারপ্রাপ্ত, রামু)

(ইপসা -আশ্বাস প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কাজ পরিদর্শন করেন ডাঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম (যুগ্ম সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়) এবং জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম (উপসচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়

১৭. প্রকল্পের নাম:ইপসা মানব পাচার প্রতিরোধ কর্মসূচী (বিসিটিআইপি)

দাতাসংস্থা: উইনরক ইন্টারন্যাশাল

প্রকল্পের সময়কাল: জানুয়ারী ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬

প্রকল্পের উপকারভোগী: মানব পাচারের শিকার সকল নারী, পুরুষ, শিশু এবং কিশোর-কিশোরী।

প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার জেলা ও চট্টগ্রাম জেলা।

উদ্দেশ্য: পাচারকৃত জনগোষ্টিকে পূর্ণবাসন করে তাদের দক্ষথা বৃদ্ধির জন্য কারিগরী সহায়তা প্রদান

বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জন:

প্রধান কার্যক্রম	অর্জন
শেল্টার হোমে সারভাইভারদেরকে মৌলিক চাহিদা ভিত্তিক (খাদ্য, পোশাক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সচেতনায়ন) ও পূন:একত্রিকরণ সেবা প্রদান	১৩০জন
সারভাইভারদেরকে আইনি সহায়তা প্রদান	৬ টি
সারভাইভারদেরকে "জীবন জীবিকার উপর প্রশিক্ষণ" প্রদান	২ টি
সারভাইভারদের জীবন-জীবিকায়ন ভিত্তিক আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের জন্য কারিগরী ও উপকরণ সহযোগতিা প্রদান:	২২ জন
সারভাইভারদেরকে লাইভলিহুড প্রশিক্ষণপ্রদান	৩৪ জন
ইউনিয়ন উপজেলা, জেলা CTC সদস্য-সদস্যদের তাদের ভুমিকা ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে পরিচিতি	১৫ টি
স্কুল ও মাদ্রাসায় নিরাপদ অভিবাসন সম্পর্কে পরিচিতি সভা	১২ টি
দিবস উদ্‌যাপন	৩টি
মানব পাচার এবং নিরাপদ অভিবাসন সম্পর্কে কমিউনিটি রেডিও মাধ্যমে বার্তা প্রেরন	৯৬ দিবস

১৮. প্রকল্পের নাম:দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন

দাতা সংস্থা: বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-বিএনএফ

কার্যক্রম এলাকা: চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলা

উদ্দেশ্য: দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সীতাকুন্ড উপজেলার ক্ষুদ্র নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন

বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জন:

প্রধান কার্যক্রম সমূহ:	অর্জন
দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য ক্ষুদ্র নারী-উদ্যোক্তা নির্বাচন	৩৬ জন ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা
ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ	৩৬ জন ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র নারী-উদ্যোক্তাদের মাঝে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ	৩২ জন ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা

১৯. প্রকল্পের নাম : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম

দাতা সংস্থার নাম: ঢাকা আহসানিয়া মিশন

প্রকল্পএলাকা: রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা

লক্ষ্য: এলাকার দরিদ্র উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা

সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়িত কার্যক্রম:

নিয়মিতস্কুল পরিচালনা, শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন, সিএলএস গঠন, এলআরসি গঠন।

২০. প্রকল্পের নাম : প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম

এভারগ্রীন ইন্টরান্যাশনাল স্কুল				আলেকদিয়া শিশু নিকেতন				কাজী পাড়া শিশু নিকেতন			
শ্রেণী	ছেলে	মেয়ে	মোট	শ্রেণী	ছেলে	মেয়ে	মোট	শ্রেণী	ছেলে	মেয়ে	মোট
শিশু	১১	৯	২০	শিশু	৪	১	৫	শিশু	৩০	৩৯	৬৯
নার্সারী	২০	১০	৩০	নার্সারী	০	০	০	নার্সারী			
১ম	২০	১০	৩০	১ম	৪	১	৫	১ম	২২	২৬	৪৮
২য়	১৪	৭	২১	২য়	১	২	৩	২য়	২০	৩৮	৫৮
৩য়	১১	১০	২১	৩য়	৬	৩	৯	৩য়	৩৩	৩৩	৬৬
৪র্থ	৪	৭	১১	৪র্থ	৯	৮	১৭	৪র্থ	২৮	১৮	৪৬
৫ম	২	২	৪	৫ম	৮	৬	১৪	৫ম	১৬	৩০	৪৬
মোট	৮২	৫৫	১৩৭	মোট	৩২	২১	৫৩	মোট	১১৯	১৪৫	২৬৪

২১. প্রকল্পের নাম :প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইসিটি ও রির্সোস সেন্টার উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কাল: চলমান

প্রকল্প এলাকা: ইপসা প্রধান কার্যালয়

লক্ষ্য: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইসিটি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সক্ষমতা অর্জন

সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম:

- অডিও ফরমেটে পাঠ্যপুস্তক তৈরী (১ম-১০ শ্রেণী ও কলেজ)
- পাঠ্য পুস্তক বিতরন,
- কম্পিউটার ও আইসিটি প্রশিক্ষন,
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের টকিং বুক বিতরন,
- স্মার্ট ফোন বিতরন ও
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন প্রদান

২২. প্রকল্পের নাম : YES Center-Youth Empowerment through Skills

দাতা সংস্থার নাম: স্প্রীট (ESPRIT)

প্রকল্পের সময়কাল: জুন ২০১৬- জুন ২০১৮

প্রকল্প এলাকা: রামু উপজেলা, কক্সবাজার জেলা

লক্ষ্য: যুব সমাজকে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সক্ষমতা অর্জন

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমুহ:

ক. কক্সবাজার জেলায় বামু উপজেলার ৬০% যুবতী ও ৪০% যুবকের জন্য ৬টি ট্রেড এর উপর প্রশিক্ষন প্রদান

খ. প্রশিক্ষন শেষে অংশগ্রহনকারীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কাজ করা।

বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জন:

- আইসিটি(কম্পিউটার) ২ব্যাচ (২০জন) প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করা হয়েছে।
- ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ প্রশিক্ষণ ১ব্যাচ (২০জন)সমাপ্ত হয়েছে।
- জীবন দক্ষতা শিক্ষা বিষয়ক ৩ ব্যাচ (৭৮জন) প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েঝে
- ইয়েস প্রকল্পের কার্যক্রম সুন্দর ভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে।

২৩. প্রকল্পের নাম ঃ "ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এ্যাক্টিভিটিজ ইন বাংলাদেশ ফর দ্যা প্রোডাকশন অফ বুকস্ ইন এ্যাকসেসিবল ফরম্যাটস্"

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ ১লা আগষ্ট ২০১৬ থেকে ৩১ জুলাই ২০১৭ইং (১ বৎসর)

দাতা সংস্থার নাম ঃ World International Property Organization (WIPO)

লক্ষ্যঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অর্থাৎ ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শেনীতে অধ্যায়নরত বিশেষ করে দৃষ্টি ও পঠন প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রী ও অন্যান্য সুবিধা বঞ্চিতদের সহজে বুঝার লক্ষ্যে ডেইজি অডিও ভিজুয়াল মাল্টিমিডিয়া বইতৈরী করে দেওয়া।

উদ্দেশ্যসমূহঃ

১. মাধ্যমিক পর্যায়ের দৃষ্টি ও পঠন প্রতিবন্ধীদের জন্য ডিজিটাল অডিও ভিজুয়াল মাল্টিমিডিয়া বইয়ে রুপান্তর করা এবং বন্টন করা ।

২. প্রচার ও প্রসারের জন্য সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে এডভোকেসি করা ।

৩. অনলাইনে বইসমূহ সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্যে সংরক্ষিত রাখা ।

বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জনঃ

১.দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের প্রণীত মাল্টিমিডিয়া অডিও ভিজ্যুয়াল বই তৈরি করা সম্পন্ন হয়েছে এর ফলে (প্রায় ৪০,০০০ পৃষ্ঠা /২০০ টি বই) যেমন পড়াশুনা করতে সুবিধা হবে সেই সাথে অন্যরা ও সমান ভাবে লাভবান হয়েছে

২. সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ে নিয়োজিত কর্মকর্তা, ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক ও অনান্য উপকার ভোগীদের মাঝে এ বিষয়ে জানানা দেয়ার জন্যে ২ টি সচেতনতা কার্যক্রমে এডভোকেসি করা হয়েছে যা প্রকল্পের বিষয়টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রসার লাভ করেছে

৩. দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের প্রণীত মাল্টিমিডিয়া অডিও ভিজ্যুয়াল বই তৈরি করার বিষয়ে ৭ টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে এবং এতে ৩০০ জন ছাত্র ছাত্রী ও ৫০ শিক্ষক বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পেরেছে এবং নিজেরাই তা করতে পারে।

৪. সকলের ব্যবহারের জন্যে মাল্টিমিডিয়া অডিও ভিজ্যুয়াল বই অনলাইন এ আপলোড করা হয়েছে এবং সেই সাথে কনটেন্ট তৈরি করা হয়েছে, যা হতে যে কেউ যে কোনো জায়গায় হতে তা ডাউনলোড করে পড়তে পারছে।

৫. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রী দের মোবাইল ডিভাইস (এনরয়েড) ও ব্যবহার উপযোগী ৫ টি সফটওয়্যার প্রদান করা হয়েছে যার দ্বারা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিত ও তা নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারছে।

পরিবেশ. জলবায়ু পরিবর্তন ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা

২৪. প্রকল্পের নাম ঃ বাংলাদেশ হাউজিং ল্যান্ড ও প্রোপারটি রাইট্স ইনিসিয়েটিভ

প্রকল্পের সময়কাল ঃ এপ্রিল ২০১২ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৬ ইং

কর্ম এলাকা ঃ সমগ্র বাংলাদেশ।

প্রকল্পের লক্ষ্য উদ্দেশ্যঃ জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে ক্ষতিগ্রস্থ ও স্থানচ্যুত সম্প্রদায়ের সমস্যা নিরসনে অধিকার ভিত্তিককাজ চিহ্নিতকরন এবং তাদের ঘর, ভূমি ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরন।

লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী ঃ জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থ স্থানচ্যুত সম্প্রদায়

দাতা সংস্থা ঃ Displacement Solutions

বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জন:

কার্যক্রম	অর্জন
১। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য চিহ্নিতকরণ ১.১ সরকারি কর্মকর্তা ও কমিউনিটি নেতৃবন্দের সাথে মতবিনিময় সভা এবং বাছাইকৃত পরিবারদের সাথে প্রয়োজনীয় মতবিনিময়	• ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন পরিবার সনাক্তকরণে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ ও সীতাকুন্ড উপজেলায় সরকারি কর্মকর্তা ও কমিউনিটি নেতৃবন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে • ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার বাছাইয়ে ২টি উপজেলা সন্দ্বীপ ও সীতাকুন্ডে প্রায় ৫০টি পরিবারের মধ্যে জরীপ পরিচালিত হয়েছে। • প্রাথমিক যাচাই বাছাই এবং কমিউনিটি নেতৃবন্দের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে ৪টি পরিবারকে পুনবার্সনের জন্য চুড়ান্ত করা হয়।
২. জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের পুনর্বাসনের জন্য একটি পরিবারের জন্য একটি ঘর নিশ্চিতকরণ	• প্রত্যেক পরিবারের জন্য চার ডেসিমেল ভূমি ক্রয় • পুনবার্সন প্রকল্প জমির আইনি দলিল সম্পন্নের মাধ্যমে জমির দলিল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের দীর্ঘমেয়াদি বসবাস নিশ্চিত করা হয়েছে। • পুনবার্সিত পরিবারদের নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও জীবন-জীবিকা নিশ্চিত করা হয়েছে।
৩. জলবায়ু পরিবর্তন এবং স্থানচ্যুতির অবস্থা নিয়ে গবেষক, সাংবাদিক এবং সুশীল সমাজের সাথে মতবিনিময় ও সহযোগিতা	• দেশীয় এবং আন্তজার্তিক গবেষকদের মাঠ পর্যায়ে জলবায়ু স্থানচ্যুতির অবস্থা নিয়ে সরেজমিন পরিদর্শন ও তথ্য উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা • সংবাদপপত্রে এ সংক্রান্ত সংবাদ ও ফিচার প্রকাশে সাংবাদিকদের উদ্ধুদ্ধকরণ • জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সভা-সেমিনারে অংশগ্রহণ এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময়

২৫. প্রকল্পের নাম:**ইপসা-এফজিজি**

দাতাসংস্থা: একশনএইডবাংলাদেশ

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃজাতীয় মেঘা প্রকল্পের কার্যক্রমের প্রতি সমন্বিত রেখে স্থানচ্যুত,ভুমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্থ ও ৩৫ হাজার পেশাহারা জনগোষ্টীকে পূনর্বাসন,ক্ষতিপূরণ আদায়ের নিয়মনীতি সহ প্রকল্প কর্তৃক ঘোষিত যার যাহা প্রাপ্যতা আদায়, জীবিকায়ন, দক্ষতা অর্জন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে জীবনযাত্রার আর্থ-সামাজিক মান স্থীতিশীল সহবস্থান নিশ্চিত করণ।

অর্জনসমূহঃ

১.তালিকা সংগ্রহঃ নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা ভেদ করে সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন মাধ্যম থেকে ক্ষতিগ্রস্থদের ১ম কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থ ৭৭৪ পরিবার ও ২য় প্রকল্পের ৫৯২ পরিবারের চেক গ্রহণের তালিকা সম্বলিতও গোপন-তথ্য প্রমাণাদি সংগ্রহ।এবং ১ম প্রকল্পের স্থানচ্যুত ৪৪ পরিবার ও ভুমি অধিগ্রহণকৃত ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের তথ্য সংগ্রহ এবং ২য় প্রকল্পের স্থানচ্যুত ৩৫ পরিবার ও ভুমি অধিগ্রহণকৃত ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের তালিকা প্রনয়ন।

২.গ্রুপ গঠন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন কারী প্রতিষ্টান ও সরকারী বিভিন্ন প্রশাসনের নজরদারি ও বাধার সম্মুখেও শতভাগ গুনগত মান বজায় রেখে গ্রুপ গঠন কার্যক্রম ও বিভিন্ন সচেতন শ্রেণীকে অধিকার আদায় ও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিভিন্ন কলাকৌশল অবলম্বন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি।

৩.পূনর্বাসন প্রক্রিয়াঃ দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে গঠনকৃত গ্রুপের নেতৃত্বে বিভিন্ন দপ্তরে অধিকার আদায়ের শর্তাদী প্রমানে, প্রথম প্রকল্পের স্থানচ্যুতদের পূনর্বাসন নিশ্চয়তাকল্পে ১০ একর ভুমির মাঠিভরাট কার্যক্রম চলমান। এবং ২য় প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝেও অধিকার আদায়ে আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি।

২৬. প্রকল্পের নাম:প্রাকৃতিক বন ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষন প্রকল্প

কর্মসূচীর লক্ষ্য: চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার এর স্থানীয় পরিবেশের স্থায়ীত্ব ও অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য পাহাড়ের পরিবেশ রক্ষা এবং বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণ।

সময়কাল: জুন ২০১২ থেকে ২০১৭

লক্ষিত জনগোষ্ঠী: বন ব্যবহারকারী।

দাতাসংস্থা: ওর্য়াল্ড ব্যাংক ও আরন্যক ফাউন্ডেশন।

প্রকল্প এলাকার কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ:

১। স্থানীয় সরকার, বন কর্মকর্তা এবং স্টেকহোল্ডার দের নিয়ে সম্বন্বয় কমিটি গঠন।

২। বনের স্থায়ীত্ব রক্ষা ও বনায়ন ।

৩। বনের আশে পাশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং বিকল্প জ্বালানি তৈরি।

৪। বনকে ঘিরে পর্যটন এলাকা (আয়বর্ধক কর্মসূচী) তৈরি।

বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ :

- ইপসা সিআরপিএআরপি এএলএসএফসি এবং এফসিএলএস প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় মোট ৩৬০০ পরিবারকে ২ বার ১৪ টি বিভিন্ন উন্নত প্রজাতির সবজির বীজ বিতরণ করা হয়।
- ৩৩টি ইউনিয়ন ফেডারেশন এজিএম অনুষ্ঠিত হয়।
- ৫ই জুন ২০১৭ বিশ্ব পরিবেশ দিবস ইউনিয়ন পর্যায়ে উদযাপন ।
- ৪৯৮০ জন সদস্যকে উন্নতও আধুনিক পদ্ধতিতে মুরগী পালন ও ৫০জনকে গরু পালনের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া করা হয়।
- ৩৩জন কে চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে লাইবস্টক সার্ভিস প্রভাইডার উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এম আর এল এস কার্যক্রম :

৩১/৩/২০১৭ ইং পর্যন্ত এমআরএলএসএফ এর ঋণের পরিমাণ - ৫,১১,৪২,৩৮২ টাকা

৩১/৩/২০১৭ ইং পর্যন্ত এমআরএলএসএফ সঞ্চয় এর পরিমাণ - ৯১,০৮,২৩০ টাকা

৩১/৩/২০১৭ ইং পর্যন্ত এমআরএলএসএফ অনুদান এর পরিমাণ -৩,৬৬,৮০,০০০ টাকা

- ভ্যালু চেইন কার্যক্রমের আওতায় নির্দিষ্ট সংখ্যক এলএসপি সদস্যকে চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে লাইভস্টকসার্ভিস প্রোভাইডার উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান, স্থানীয় পর্যায়ে হাঁস মুরগীর টিকাদান প্রশিক্ষন, গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

২৭. প্রকল্পের নাম:Community Engagement in Environment Protection Initiatives (CEEPI)

কর্মসূচীর লক্ষ্য: চট্টগ্রাম ও ঢাকা জেলার এর স্থানীয় অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য পাহাড়ের পরিবেশ রক্ষার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

সময়কাল: জুন ২০১৫ থেকে জুন ২০১৮

দাতাসংস্থা: এইচএসবিসি

লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী: বন ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠি।

প্রকল্প এলাকার কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ:

১। বন কর্মকর্তা এবং স্টেকহোল্ডার দের নিয়ে সম্বন্বয় কমিটি গঠন।

২। বনের স্থায়ীত্ব রক্ষা ও বনায়ন নিশ্চিত করা।

৩। বনের আশে পাশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং বিকল্প জ্বালানি তৈরি।

বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জন:

পরিবেশ বিষয়ে শ্রেণী ভিত্তিক ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রাম	২৫টি ওরিয়েন্টশন ৫টি বিদ্যালয়ে
পরিবেশ বিষয়ক চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা	৫টি বিদ্যালয়

পরিবেশ বিষয়ক আন্তঃ বিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা	৫টি বিদ্যালয়

২৮. প্রকল্পের নাম: **Emergency Assistance to Cyclone Mora Affected Communities in South East Districts in Bangladesh**

দাতা সংস্থা : কনসার্ন ওর্য়াড ওয়াইড, স্টার ফাউন্ড বাংলাদেশ ও ইউকেএইড

কর্মএলাকা: কুতুবদিয়া উপজেলা, কক্সবাজার

বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমুহ:

- প্রকল্পের স্টাফ নিয়োগ
- স্টাফ ওরিয়েন্টেশন প্রদান
- স্থানীয় প্রশাসন ও ইউপির সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়
- মোর ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারে জরিপ
- ক্ষতিগ্রস্থের তলিকা তৈরী
- রিলিফ বিতরন

২৯. কর্মসূচির নাম ঃ মাইক্রোফাইন্যান্স এন্ড মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ (এমএফএন্ডএমই) প্রোগ্রাম

কর্মসূচির মেয়াদ ঃ চলমান

দাতা সংস্থার নাম ঃ পিকেএসএফ, বেসিক ব্যাংক ও নিজস্ব ফান্ড

কর্ম এলাকা: চট্টগ্রাম বিভাগ

ইপসা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ১৯৯৩ সাল থেকে শুরু হয়। বর্তমানে ৩৫ টি শাখার মাধ্যমে ৫টি জেলা, ৩২টি থানা ও উপজেলা, ১২১টি ইউনিয়ন/পৌরসভা এবং ৫৩০ টি গ্রাম/ওয়ার্ড নিয়ে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের স্বল্প সুবিধাভোগী গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী (ভূমিহীন, ক্ষেতমজুর, দিনমজুর, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, আদিবাসী সম্প্রদায়, বস্তিবাসি, প্রতিবন্ধী মানুষ (বিশেষ করে অনগ্রসর নারী) এর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর কার্যকরী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জন সংগঠন অর্থাৎ গ্রুপ গড়ে তোলা এবং নিজস্ব পুঁজি সৃষ্টি করা - সমাজ উন্নয়ন সংগঠন ইপসা'র 'মাইক্রোফাইন্যান্স এন্ড মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ প্রোগ্রাম'র প্রধান লক্ষ্য।

লক্ষ্যঃ

লক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের সংগঠিত করে পুঁজি গঠন এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস ও ক্ষমতায়ন।

উদ্দেশ্য ঃ

ক) সংগঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করে আত্ম বিশ্বাস ও উন্নয়নে স্পৃহা সৃষ্টি করা।
খ) সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি সৃষ্টি এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত করা।
গ) স্থায়ী সম্পদ আহরন ও এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।
ঘ) উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডের সাথে লক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের সম্পৃক্ত করণ।
ঙ) সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
চ) উদ্যোক্তাদের জন্য মূলধনের সংস্থান করা।
ছ) উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপননে বাজারের সাথে যোগসূত্র স্থাপনে সহায়তা করা।

চলমান কাজ সমূহ:

১) গ্রুপ গঠন ২) সঞ্চয় সৃষ্টি ৩) ঋন চাহিদা যাচাই বাছাই ও ঋন বিতরন ৪) প্রশিক্ষন ৫) সচেতনায়ন কার্যক্রম ৬) রেমিটেন্স

চলমান প্রোডাক্ট সমূহ

১। সঞ্চয় কার্যক্রম :১.১ সাধারণ সঞ্চয় ১.২ মুক্ত সঞ্চয় ১.৩ মাসিক সঞ্চয়

২। ঋণ কার্যক্রম : ২.১ জাগরণ ২.২ অগ্রসর ২.৩ বুনিয়াদ ২.৪ সুফলন ২.৫ ইনক্লুসিভ ডেভলপমেন্ট লোন (প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক) ২.৬ সেনিটেশন ডেভলপমেন্ট লোন ২.৭ সমৃদ্ধি-আইজিএ ২.৮ সমৃদ্ধি- সম্পদ সৃষ্টি ঋণ ২.৯ সমৃদ্ধি-জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ঋণ

এক নজরে মাইক্রোফাইন্যান্স এন্ড মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ (এমএফএন্ডএমই) প্রোগ্রাম এর শাখা ভিত্তিক তথ্য

ক্রম নং	শাখার নাম	সি.ও সংখ্যা	গ্রুপ সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	ঋণী সংখ্যা	মোট সঞ্চয়	মোট ঋণ স্থিতি
১	সীতাকুন্ড শাখা	৫	৯০	১,৪৯৫	৯৩৪	১১,৫১৫,৬৮০	২৭,৩৪০,২৫৭
২	মুরাদপুর শাখা	৫	৭৮	১,৩৫২	৮০৫	৭,৬৭০,২৭৬	২২,০০৩,৭০৮
৩	মীরসরাই শাখা	৬	১০৯	২,০৫১	১,৩৮৯	১৬,২৯৮,০১৫	৪১,৫৩৪,১২০
৪	কুমিরা শাখা	৬	৯৭	২,০০৩	১,৪৬২	১০,৭৫৮,১৭০	৪০,৮২৯,৪৩৪
৫	আলেকদিয়া শাখা	৪	৫৫	৭৩৪	৫০০	৪,১০৬,০৭৫	১২,১৪১,১১৭
৬	মুহুরী শাখা	৫	৭৯	১,৩৯৪	৯১০	৯,৯২২,৭৬০	২৮,৭৯৯,৬৩৪
৭	কাউখালী শাখা	৫	৮৪	১,৫৬৯	১,১৭৬	৮,৯০৬,৮৩৪	২৪,৩০৮,০৮৬
৮	সাহেরখালী শাখা	৪	৫৯	৮৭৮	৫২০	৫,৫৩৭,৯১৫	১৩,৭২০,৯০৯
৯	সৈয়দপুর শাখা	৬	৮৩	১,৬৬১	১,১২০	১১,৪১১,৪৩৬	৩৪,৮৩৯,৪১৪
১০	মহানগর শাখা	৪	৫৭	৯৬৭	৬৮৫	৬,১১৫,৬০৫	২৩,২৫২,৬৫১
১১	ছাগলনাইয়া শাখা	৫	৫৩	৯৩৭	৮২২	৭,০৯৭,৬৫৮	৩০,৮৪৫,০১৬
১২	বারইয়ারহাট শাখা	৪	৬৭	৮৪৬	৫৮৫	৩,৩০৯,৯৪০	১২,৯৩৪,৫৫৮
১৩	মরিয়মনগর শাখা	৪	৬৬	১,০৭২	৭৫৯	৪,৮২৫,৬০৬	১৪,৭৭৫,৬৩০
১৪	মটবী শাখা	৪	৫১	৬৫১	৪৯১	৩,৫৭৩,১১৩	১৪,৫২৬,৬২১
১৫	সুলতানপুর শাখা	৪	৬১	৭৯৭	৫৬১	৩,৪৬৬,৬০৬	১৩,৯৯৭,৪৪৯
১৬	মোগলেরহাট শাখা	৩	৫২	৭৪৯	৫০১	২,৯২৩,৯১৪	১০,৮৭৩,৯৪১
১৭	পাহাড়তলী শাখা	৫	৮৫	১,৯৯০	১,২২৩	১৫,০৬৩,৮৮৬	৪৯,৪৮৯,৭১৬
১৮	কাটগড় শাখা	৫	৮০	১,৪৮৬	১,০৩২	১৫,২১০,৯৪১	৩৮,৯১৭,৭৫০
১৯	হালিশহর শাখা	৪	৬৯	১,৩০৩	৯৪৩	৮,২৭০,১৬০	২২,৯৮৮,০৬৩
২০	জালালাবাদ শাখা	৫	৭৩	১,৬৯৫	১,১৯২	১২,৪০৫,৬৪৩	৩৩,০৮৭,৪৩৭
২১	খুলশী শাখা	৪	৭৭	১,২৮৪	১,০৪৯	৮,৫৯৯,০১০	২৫,৬২৫,৬৮৮
২২	বাকলিয়া শাখা	৪	৮১	১,১৮৩	৮৫৭	৮,৫৬০,৭১৪	২৬,৮৮৪,২৫২
২৩	রাংগামাটি শাখা	৫	৭০	১,৫১৫	১,১০৫	১৩,৩১৫,৩৭৮	৩১,৪২১,০৬০
২৪	কুমিল্লা শাখা	৪	৫৯	১,১২১	৯২৩	৮,০৩৯,২০৬	২৫,৫৪১,২৯৬
২৫	পানছড়ি শাখা	-	২	৩৯	২২	১৪৪,৭০০	৯০৩,১৫৭
২৬	আজাদী বাজার শাখা	৩	৩০	২৯১	১৬৩	৬৩২,১৭৫	৩,৩৭৮,৮৭৭
২৭	হাটহাজারী শাখা	৩	৩৮	৪০৫	৩০৭	১,৬০৪,৬০৪	৮,৪২৩,০৪৫
২৮	দাগন ভূইয়া শাখা	৩	২৩	২৫৩	১৮৮	১,০৫৪,৯৮৩	৫,৭২৬,২৪৮
২৯	ডাকবাংলা শাখা	৩	২১	২৬৬	১৮৬	১,০০৩,৩৯৫	৫,৬৮৫,০৯৯
৩০	বাগমারা শাখা	১	১১	১২৬	৩০	২৪২,৩২০	১,৫৫৪,০০০
৩১	হেয়াকো শাখা	২	১১	৯৬	২১	৯৯,৩৮০	৫৪০,০০০
৩২	বুড়িচং শাখা	১	২	১৭	-	৬১০	-
৩৩	চান্দিনা শাখা	১	২	২১	-	১,৯৪০	-

৩৪	কংশনগর শাখা	১	২	২১	-	২,১০০	-
৩৫	ফেনী সদর শাখা	১	১	১৩	-	১,৩০০	-
মোট		১২৯	১,৮৭৮	৩২,২৮১	২২,৪৬১	২১১,৬৯২,০৪৮	৬৪৬,৮৮৮,২৩৩

৩০. কর্মসূচির নাম ঃদারিদ্র্য দুরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)

কর্মসূচির মেয়াদ ঃ চলমান
দাতা সংস্থার নাম ঃ পিকেএসএফ

সমৃদ্ধি কর্মএলাকা:

১) সৈয়দপুর ইউনিয়ন- ইউনিয়ন: সৈয়দপুর, উপজেলা: সীতাকুণ্ড, জেলা: চট্টগ্রাম।
২) কলমপতি ইউনিয়ন- ইউনিয়ন:কলমপতি, উপজেলা: কাউখালী, জেলা: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
৩) পানছড়ি ইউনিয়ন- ইউনিয়ন:পানছড়ি সদর ইউনিয়ন, উপজেলা: পানছড়ি, জেলা: খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জন:

- স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান
- বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান
- ঝরে পড়া রোধে শিক্ষা কার্যক্রম
- সঞ্চয় ও ঋণ কর্মসূচী
- বন্ধু চুলা তৈরী ও বিপনন কার্যক্রম
- বাসকপাতা উৎপাদন কার্যক্রম
- গুটি ইউরিয়া ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ
- কিটনাশক ছাড়া পোকাদমন ও কৃষি কার্যক্রম।
- ভার্মি কম্পোজ উৎপাদনে কৃষকদের সহায়তা প্রদান
- বছর ব্যাপী নিয়মিতভাবে কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ
- বাড়ীর আঙ্গিনায় সবজী চাষের জন্য বীজ বিতরণ
- ভিক্ষুক মুক্ত ইউনিয়ন গঠনের লক্ষ্যে ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম
- বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম
- যুব উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে সহায়তা করা
- অবকাঠামো উন্নয়ন যেমন-ব্রীজ, কালভার্ট মেরামত ও নির্মান। কমিউনিটির অংশগ্রহনে টিউবওয়েল, ল্যাট্রিন তৈরী করা
- সমৃদ্ধি ওয়ার্ড কেন্দ্র স্থাপন

মে-২০১৭ইং পর্যন্ত সমৃদ্ধি কর্মসূচির সার্বিক কর্মকাণ্ডের তথ্য ও অর্জন

ক্রমিক নং	কর্মকাণ্ডের বিবরণ	সৈয়দপুর	কলমপতি	পানছড়ি	মোট
১	স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন	১,৭০৫	৫১৮	৪৫২	২,৬৭৫
২	স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন	৩৯২	১১০	৯৫	৫৯৭

৩	স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন	২১	৯	৬	৩৬	
৪	বিশেষ চক্ষুক্যাম্প আয়োজন	৪	৩	৩	১০	
৫	বিশেষ চক্ষুক্যাম্পে সেবা গ্রহনকারীর সংখ্যা	৮২৭	৪৩৭	৩৪৪	১,৬০৮	
৬	চোখের ছানি অপারেশন	৫৬	৪৬	৪২	১৪৪	
৭	চলমান শিক্ষাকেন্দ্র	২৪	২৫	২৫	৭৪	
৮	বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী	ছাত্র	৫১৬	২৪৯	২৫৯	১,০২৪
		ছাত্রী	৫৯০	২৩৮	২৪৮	১,০৭৬
৯	বন্ধু চুলা তৈরী	৬২২			৬২২	
১০	সমৃদ্ধি কেন্দ্র স্থাপন	৯	৯	৯	২৭	
১১	সবজি বীজ বিতরণ করা হয়েছে	পরিবার সংখ্যা	৬০০			৬০০
		টাকার পরিমাণ	১২০,০০০			১২০,০০০
১২	ভিক্ষুক পুনবাসন কার্যক্রম	১০	২	২	১৪	
১৩	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক ব্রীজ/কালভার্ড	১৭	৮	৮	৩৩	
১৪	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক টিউবয়েল	১৯	১৫	১৫	৪৯	
১৫	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক ল্যাট্রিন	১৭	১৫	১৫	৪৭	
১৬	কৃমি ঔষধ/পুষ্টিকনা/আয়রন ট্যাবলেট বিতরণ (সংখ্যা)	৮৯,৭৯০	৩৬,৬২৫	৬৬,৩৫০	১৯২,৭৬৫	
১৭	সাজনা/ লেবু গাছ লাগানো পরিবারের সংখ্যা	৩৫৪	৮২৪	৪০০	১,৫৭৮	

৩১. কর্মসূচির নাম ঃ<u>প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন</u>

কর্মসূচির মেয়াদ ঃ চলমান
দাতা সংস্থার নাম ঃ পিকেএসএফ
কর্ম এলাকা: সকল **এমএফএন্ডএমই শাখা এলাকা**

লক্ষ্য: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার মাধ্যমে অধিকার ভিত্তিক বাধামুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

উদ্দেশ্য :
☛প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা।
☛প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা ও তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারী সেবা গ্রহনে সক্রিয় করা।

⊙বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জন:

- ইপসা'র বিদ্যমান এমএফএন্ডএমই গ্রুপের মধ্যে ৩০৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
- ইপসা সঞ্চয় দলের সাথে সম্পৃক্ত- ৩০৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইজিএ ও কারিগরী প্রশিক্ষণ ৩টি
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়ক উপকরন প্রদান ২২ জন
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ঋণ প্রদান ২৭০ জন
- নেতৃত্ব, দক্ষতা উন্নয়ন ও মবিলিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ২টি

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অনুদান প্রদান- ২৩ জন
- অটিজম ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী, সাদা ছড়ি নিরাপত্তা দিবস পালন
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ৮ম সম্মিলন এর আয়োজন
- সংস্থার এমএফএন্ডএমই কর্মকর্তা ও কর্মীদের প্রশিক্ষন প্রদান ৩টি

বর্তমানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঞ্চয়, ঋণ বিতরন ও ঋণ স্থিতি:

- বর্তমানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঞ্চয়: ৪৭৫,২৬৪ টাকা
- বর্তমানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্রম পুঞ্জিভুত ঋণ বিতরণ : ৭,৫০০,০০০ টাকা
- বর্তমানে ঋণ স্থিতি: ৩,৩৫৪,১২৬ টাকা

বর্তমানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেসব আয়বৃদ্ধিমুলক কার্যক্রম করছে :

◆ গরু- ছাগল পালন ও মোটাতাজাকরণ ◆ কৃষি ও সবজি চাষ ◆ মুদি দোকান ◆ হাঁস- মুরগী পালন ◆ রিক্সা ও ভ্যান ক্রয় ◆ বাজারের থলে ও ঠোঙ্গা তৈরী ◆ সেলাই কাজ ◆ হস্ত শিল্প (খেলনা তৈরী) ◆ বাশঁ বেতের সামগ্রী তৈরী ◆ চায়ের দোকান ◆ লেইস ফিতা বিক্রি ◆ মাছ ব্যবসা ও ◆ ফার্মেসীতে পুঁজি বৃদ্ধি ।

৩২. কর্মসূচির নাম ঃক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীণ স্যানিটেশন উন্নয়ন প্রকল্প (মিলিস)

কর্মসূচির মেয়াদ ঃ জুন ২০১৬ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত
দাতা সংস্থার নাম ঃ পিকেএসএফ
কর্ম এলাকা: সকল **এমএফএন্ডএমই কার্যক্রমের ৯টি শাখা**

বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় এবং পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনায় এবং এনজিও ফোরামের কারীগরি সহায়তায় গ্রামীণ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হয়। ইপসা পিকেএসএফ'র সহযোগি সংস্থা হিসাবে গ্রামীণ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৬ সালের জুন মাস থেকে মিলিস কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হয়। ইপসার চলমান ঋণ কার্যক্রমের সদস্যদের নিয়ে এই কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সদস্যদের সুদবিহীন ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ঋণ প্রদান করা হয় যা ৪০টি কিস্তির মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য। চলতি মাস পর্যন্ত ১৫০ জন সদস্যর মধ্যে ১,৫০০,০০০ /- (পনের লক্ষ) টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

বস্তুবায়ন এলাকা:

	গ্রাম	ইউনিয়ন	উপজেলা	জেলা
সংখ্যা	৪২	১৭	২	১

এক নজরে মিলিস প্রোগ্রাম এর শাখা ভিত্তিক তথ্য

ক্রম নং	শাখার নাম	সদস্য	ঋণ বিতরণ (টাকা)	ল্যাট্রিনের সংখ্যা				
				আরাম	আরাম+	বিলাস	বিলাস বক্স	মোট
১	সীতাকুণ্ড শাখা	২১	২১০,০০০	০	১০	১৬	০	২৬
২	মুরাদপুর শাখা	২৪	২৪০,০০০	০	৫	২১	০	২৬
৩	কুমিরা শাখা	২৬	২৬০,০০০	০	১০	১৬	০	২৬
৪	আলেকদিয়া শাখা	৬	৬০,০০০	০	৪	৬	০	১০
৫	জালালাবাদ শাখা	৮	৮০,০০০	০	৩	৬	০	৯
৬	সাহেরখালী শাখা	৯	৯০,০০০	০	৩	৯	০	১২
৭	মীরসরাই শাখা	৩৮	৩৮০,০০০	০	১৬	২২	০	৩৮
৮	বারইয়ারহাট শাখা	৬	৬০,০০০	০	৩	৬	০	৯
৯	মূহুরী শাখা	১২	১২০,০০০	০	২	১২	০	১৪

	মোট:	১৫০	১,৫০০,০০০	০	৫৬	১১৪	০	১৭০

৩৩. কর্মসূচির নাম: ইপসা- কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট

কর্মসূচির মেয়াদ ঃ চলমান
দাতা সংস্থার নাম ঃ পিকেএসএফ
কর্ম এলাকা: **এমএফএন্ডএমই প্রোগ্রামের** সৈয়দপুর শাখা এবং মহানগর শাখার কর্ম **এলাকা**

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউণ্ডেশন(পিকেএসএফ)-এর আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত কৃষি ইউনিট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট। টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রাকে সামনে রেখে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার সদস্যদের সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে লাগসই কৃষিজ প্রযুক্তির বিস্তারের মাধ্যমে সদস্যদের পুঁজি বৃদ্ধির প্রচেষ্ঠা- কৃষি ইউনিট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট। সদস্যদের পতিত জায়গা, ব্যবহার অনুপযোগী পুকুর ও বাড়ীর আঙ্গিনাতে নিরাপদ শাক-সবজি, মাছ, হাঁস-মুরগী ও গরু ছাগল পালনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ ইপসার কৃষি ইউনিট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট।

কর্ম এলাকা

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সার্বিক সহযোগিতায় ইপসা ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর থেকে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার ১নং সৈয়দপুর ইউনিয়নের সৈয়দপুর ও মহানগর শাখায় ইপসার-কৃষি ইউনিট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

কৃষি ইউনিট

কৃষি ইউনিটের লক্ষ্য

পরিবেশ বান্ধব লাগসই প্রযুক্তি বিস্তারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, বেকাররত্ব হ্রাস এবং পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করা।

কৃষি ইউনিটের উদ্দেশ্য

- তৃনমূল পর্যায়ে কৃষি নির্ভর অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।
- নিরাপদ ও আত্মনির্ভর কৃষি উন্নয়ন সাধন করা।
- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও কৃষিতে প্রাকৃতিক উৎসের বিকাশ সাধন করা।
- কৃষক পর্যায়ে আধুনিক নতুন নতুন জাতের সন্নিবেশ করা।
- কৃষি নির্ভর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাসকরণ।
- রাসায়নিক সারের নির্ভরতা কমিয়ে প্রাকৃতিক সার ব্যবহারের উৎসাহ সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষির সঠিক উৎপাদন নিশ্চিত করা।
- কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে পুষ্টির সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কীটনাশক মুক্ত চাষাবাদ ও কৃষি ব্যয় হ্রাস করা।

এক নজরে কৃষি ইউনিট খাতে বাস্তবায়িত প্রদর্শনীসমূহ

প্রযুক্তি/প্রদর্শনী	বাস্তবায়নকাল		মোট
	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	
১) কম্পোস্ট (প্রদর্শনী সংখ্যা)	১০	১০	২০
২) ট্রাইকো কম্পোস্ট (প্রদর্শনী সংখ্যা)	০	২	২
৩) পোরাস পাইপ (প্রদর্শনী সংখ্যা)	২	০	২
৪) ফেরোমন ফাঁদ (প্রদর্শনী সংখ্যা)	৬	৫	১১
৫) মাড়িয়া মডেলে বীজ সংরক্ষণ (প্রদর্শনী সংখ্যা)	১৫	২০	৩৫
৬) উচ্চ ফলনশীল নতুন জাত (প্রদর্শনী সংখ্যা)	৩	৩	৬
৭) বসতবাড়িতে সবজি চাষ (প্রদর্শনী সংখ্যা)	১০	১০	২০
৮) গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ (প্রদর্শনী সংখ্যা)	০	১	১
৯) পারসিং,আলোক ফাঁদ, সারিতে চারা রোপন	১	১	২

১০) জৈব উপায়ে সবজী চাষ	১	১	২
১১) সবজী চাষে গুটি ইউরিয়া	১	২	৩
১২) গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র	২	২	৪
১৩) লিউর (ফেরোমন ফাঁদ)	৩১৫	৩৩০	৬৪৫

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট

মৎস্য খাতের লক্ষ্য

ইপসার সদস্যদের বাড়ির আশেপাশে পরিত্যক্ত বা হাজামজা পুকুরকে কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে মাছ চাষ ও পাড়ে সবজি চাষের আওতায় নিয়ে এসে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা কার্যক্রমকে সহায়তা দান করা।

মৎস্য খাতের উদ্দেশ্য

- ❖ পরিত্যক্ত/হাজা-মজা পুকুরকে মাছ চাষের আওতায় আনা সেই সাথে ব্যাপক কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ❖ অতি-দরিদ্র/দরিদ্র জনগোষ্টির পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা ও আর্থিক স্বচ্চলতা ফিরিয়ে আনা এবং মাছ চাষের গুরুত্ব অবহিতকরা।
- ❖ কর্ম এলাকায় মাছ চাষের ব্যাপকতা সৃষ্টি করা ও আধুনিক মাছ চাষ বিষয়ক কারিগরী সহায়তা প্রদান করা।
- ❖ আধুনিক ও যুগোপযোগী মৎস্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে মৎস্য ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা।
- ❖ অনাহরিত/স্বল্প আহরিত মাৎস্য সম্পদ (কাঁকড়া ও কুচিয়া)-এর চাষ সম্পসারণের মাধ্যমে সদস্যদের আয় বৃদ্ধি করা।

মৎস্য খাতের অর্জনসমূহ

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউণ্ডেশন(পিকেএসএফ)-এর সরাসরি তত্বাবধানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় ইপসার ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের সদস্যদের পুকুরে ২০১৫-২০১৬ এবং২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মোট ৮০টি বিভিন্ন প্রকারের আধুনিক মৎস্য প্রযুক্তি বাস্তবায়িত হয়েছে ; এতে উল্লেকযোগ্য কিছু প্রযুক্তি হল- পুকুরে কার্প-মলা-তেলাপিয়া মাছের মিশ্র চাষ ও পাড়ে সবজি চাষ, পুকুরে কার্প-গলদা চিংড়ি মিশ্র চাষ ও পাড়ে সবজি চাষ, পুকুরে ভিয়েতনাম কৈ-কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ ও পাড়ে সবজি চাষ, পুকুরে দেশী শিং-মাগুর ও কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ

এবং পাড়ে সবজি চাষ, কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ প্রদর্শনী খামার, কুচিয়া মোটাতাজাকরণ প্রদর্শনী খামার। গত ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রদর্শনী পুকুরগুলোতে যথাক্রমে ১৯.৭০ মে. টন ও ২৬.৩৮মে. টন মাছ, চিংড়ি ও কাঁকড়া উৎপাদিত হয়েছে যার বাজার মূল্য ২৫.২২ লক্ষ ও ২৬.৩০ লক্ষ টাকা এবং পুকুরপাড় থেকে সবজি চাষ বাবদ সদস্যদের আয় গত দুই অর্থবছরে যথাক্রমে ৬০ হাজার ও ৭৩ হাজার টাকা যা সদস্যদের পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। ইপসার মৎস্য খাতের অধিনে প্রদর্শনী পুকুর বাস্তবায়নের পাশাপাশি সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক মৎস্য চাষ বিষয়ক বিভিন্ন আবাসিক ও অনাবাসিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় ৪(চার) ব্যাচে মোট ১০০ জন মাছ চাষীকে ২(দুই) দিন ব্যাপি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ এবং ইপসার ৪০ জন মৎস্যচাষী সদস্যকে পিকেএসএফ-এর অন্যান্য সংস্থা পর্যায়ে ২(দুই) দিন ব্যাপি আবাসক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া ইপসার মৎস্য খাত পিকেএসএফ-এর উদ্যোগে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার সদস্যদের জন্য ৩(তিন) ব্যাচে মোট ৭৫ জন মৎস্য চাষীকে আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান সফল ভাবে সম্পন্ন করেছে। পাশাপাশি সদস্যদের মৎস্য চাষে উদ্বুদ্বকরণে লক্ষে পুকুর পাড়ে মাঠ দিবস ও অন্য সংস্থায় উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের আয়োজন করা হয়েছে। সংস্থার মৎস্য কর্মকর্তার অধিনে মাৎস্য সম্পদের উন্নয়নের লক্ষে প্রদর্শনী পুকুরে ও প্রদর্শনী পুকুরের বাহিরে সদস্যদেরকে মাছ চাষের কারিগরী সহায়তা প্রদান করে আসছে।

প্রাণিসম্পদ খাতের লক্ষ্য

ক্ষুদ্র ঋণ সদস্যদের প্রাণিসম্পদের সুস্থতা সাধন করে ঋণ কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়া এবং সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ও প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি করা ।

প্রাণিসম্পদ খাতের উদ্দেশ্য

- ❖ সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান
- ❖ কারিগরী সহায়তা প্রদান (বিনামুল্যে চিকিৎসা,ঘাসের কাটিং সরবরাহ ইত্যাদি)
- ❖ নিয়মিত কৃমিমুক্তকরণ ও প্রতিষেধক টিকা প্রদান ক্যাম্পেইন আয়োজন
- ❖ প্রদর্শনী খামার স্থাপনের মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তির (মাচায় ছাগল পালন,কোয়েল পালন ইত্যাদি) বিকাশ
- ❖ নতুন খামার সৃষ্টিতে সহায়তা
- ❖ খামার দিবস আয়োজনের মাধ্যমে উৎসাহ সৃষ্টি

❖ সংস্থার প্রাণিসম্পদ বিষয়ক যে কোন কর্মকান্ডে সক্রিয় সহযোগিতা,পরামর্শ প্রদান

প্রাণিসম্পদ খাতের অর্জনসমূহ

২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) সহযোগিতায় ইপসা সীতাকুন্ড এলাকার সৈয়দপুর ও মহানগর শাখায় প্রাণিসম্পদ বিষয়ক কার্যক্রম শুরু করে যা অদ্যবধি চলমান।সাফল্যের ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও প্রাণিসম্পদ খাতে সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্যও ইপসাকে কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য নির্বাচিত করে।

পিকেএসএফ কর্তৃক প্রাণিসম্পদ খাতে বরাদ্দ

অর্থবছর	বরাদ্দ
২০১৫-১৬	৮,৪৮,১৬০/-
২০১৬-১৭	৮,৫০,৮৯০/-
২০১৭-১৮	প্রক্রিয়াধীন

প্রাণিসম্পদ কার্যত্রমের মাধ্যমে ইপসা সংশ্লিষ্ট এলাকায় জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বহুমুখী চেষ্টা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণ ও প্রাণিসম্পদ এ বন্ধনকে ভিত্তি করে প্রাণিসম্পদ ইউনিট এ পর্যন্ত নানাবিধ কর্মকান্ড সম্পন্ন করেছে-

১. প্রশিক্ষণ ও খামার দিবস

সদস্যদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রাণিসম্পদ খাতে এ পর্যন্ত ১৩ টি মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে ৩২৫ জন সদস্যকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণগুলোতে সরকারী প্রাণিসম্পদ বিভাগের উপস্থিতি সদস্যদের জানার আগ্রহকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীরা অবগত হওয়ায় গৃহপালিত প্রাণির বিভিন্ন জটিল রোগের প্রকোপ অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

বাস্তবায়িত প্রদর্শনীগুলোর মাঠ পর্যায়ে খামার দিবস আয়োজনের মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তির আবেদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এ পর্যন্ত ৪ টি খামার দিবস আয়োজনের মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি আশাব্যঞ্জক সাড়া পেয়েছে।

২. প্রদর্শনী খামার স্থাপন

চলমান প্রাণি পালন ব্যবস্থাকে আরো উৎপাদনশীল করার জন্য পিকেএসএফ'র নির্দেশনায় বিভিন্ন নতুন প্রযুক্তির প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়েছে।প্রদর্শনী খামারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ সদস্যগণ প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জানার সুযোগ পাচ্ছে এবং নিজেরা তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে।

এক নজরে প্রাণিসম্পদ খাতে বাস্তবায়িত প্রদর্শনীসমূহ

প্রযুক্তি/প্রদর্শনী	বাস্তবায়নকাল		মোট
	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	
মাচায় ছাগল পালন	৩৫ টি	৩০ টি	৬৫ টি
কেঁচো সার	৭৫ টি	৮০ টি	১৫৫ টি
কোয়েল পালন	-	৫ টি	৫ টি
আরসিসি গাভী পালন	১০ টি	১২ টি	২২ টি
গরু মোটাতাজাকরণ	১০ টি	-	১০ টি
বাক সেন্টার	-	৬ টি	৬ টি
মাচায় ব্রয়লার পালন	-	৫ টি	৫ টি
মোট	**১৩০ টি**	**১৩৮ টি**	**২৬৮ টি**

৩. কৃমিমুক্তকরণ ও টিকা প্রদান,কারিগরী সেবা

এ কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ৯৭০ টি গবাদি প্রাণিকে ২৪০০ টি কৃমিনাশক, ১১২৬ টি প্রাণিকে এনথ্রাক্স রোগের প্রতিষেধক টিকা, ১১৮০ টি প্রাণিকে পিপিআর রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা হয়েছে এবং ২০০০ টি প্রাণিকে বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরী পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

এক নজরে কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট এর লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন

বিবরণ	২০১৫-১৬ অর্থবছর	২০১৬-১৭ অর্থবছর	মোট

	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	উপকারভোগীর সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	উপকারভোগীর সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	উপকারভোগীর সংখ্যা
১. কৃষি ইউনিট									
১.১ কৃষি খাত									
পদ্ধতি প্রদর্শনী (সংখ্যা)									
ক) কম্পোস্ট (প্রদর্শনী সংখ্যা)	১০	১০	১০	১০	১০	১০	২০	২০	২০
খ) ট্রাইকো কম্পোস্ট (প্রদর্শনী সংখ্যা)	-	-	-	২	২	২	২	২	২
মোট	১০	১০	১০	১২	১২	১২	২২	২২	২২
বক প্রদর্শনী (সংখ্যা)									
ক) পোরাস পাইপ (সদস্য সংখ্যা ও প্রদর্শনী সংখ্যা)	২	২	৫	-	-	-	২	২	৫
খ) ফেরোমন ফাঁদ (সদস্য সংখ্যা ও প্রদর্শনী সংখ্যা)	৬	৬	১৫	৫	৫	১৩	১১	১১	২৮
গ) USG বক ডেমো (সদস্য সংখ্যা ও প্রদর্শনী সংখ্যা)	২	২	২	২	২	২	৪	৪	৪
মোট	১০	১০	২২	৭	৭	১৫	১৭	১৭	৩৭
ফলাফল প্রদর্শনী (সংখ্যা)									
ক) মাড়িয়া মডেলে বীজ সংরক্ষণ (প্রদর্শনী সংখ্যা)	১৫	১৫	১৫	২০	২০	২০	৩৫	৩৫	৩৫
খ) উচ্চ ফলনশীল নতুন জাত (সদস্য সংখ্যা ও প্রদর্শনী সংখ্যা)	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৬	৬	৬
গ) বসতবাড়িতে সবজি চাষ (প্রদর্শনী সংখ্যা)	১০	১০	১০	১০	১০	১০	২০	২০	২০
ঘ) গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ (প্রদর্শনী সংখ্যা)	-	-	-	১	১	১	১	১	১
ঙ) পারসিং,আলোক ফাদ, সারিতে চারা রোপন	১	১	১	১	১	১	২	২	২
চ) জৈব উপায়ে সবজী চাষ	১	১	১	১	১	১	২	২	২
ছ) সবজী চাষে গুটি ইউরিয়া	১	১	১	২	২	২	৩	৩	৩
মোট	৩১	৩১	৩১	৩৮	৩৮	৩৮	৬৯	৬৯	৬৯
কৃষি উপকরণ বিতরণ									
ক) গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র	২	২	২	২	২	২	৪	৪	৪
খ) লিউর (ফেরোমন ফাঁদ)	৩১৫	৩১৫	১২	২০০	৩৩০	১৫	৫১৫	৬৪৫	২৭
মোট	৩১৭	৩১৭	১৪	২০২	৩৩২	১৭	৫১৯	৬৪৯	৩১
প্রশিক্ষণ (কৃষি), মাঠ দিবস ও কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র (সংখ্যা)									
ক) প্রশিক্ষণ (ধান)	২	২	৫০	২	২	৫০	৪	৪	১০০
খ) প্রশিক্ষণ (সবজি)	২	২	৫০	৩	৩	৭৫	৫	৫	১২৫
গ) মাঠ দিবস	৪	৪	২৭৫	৬	৬	৫১৬	১০	১০	৭৯১
ঘ) কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র	১২	১২	২১২	৮	৮	৩৫৫	২০	২০	৫৬৭
ঙ) উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় সভা	১	১	১৭	২	২	৩৮	৩	৩	৫৫
চ) অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ	১	১	৩০	-	-	-	১	১	৩০
ছ) উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ	১	১	২৫	-	-	-	১	১	২৫

মোট	**২৩**	**২৩**	**৬৫৯**	**২১**	**২১**	**১০৩৪**	**৪৪**	**৪৪**	**১৬৯৩**
১.২ মাৎস্য খাত									
প্রদর্শনী খামার-মৎস্য (সংখ্যা)									
ক) কার্প-মলা-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ	১০	১০	১০	১০	১০	১০	২০	২০	২০
খ) কার্প ও গলদা চিংড়ী মিশ্র চাষ/ কার্প মোটাতাজাকরণ/ তেলাপিয়া-কার্প চাষ	৫	৫	৫	৫	৫	৫	১০	১০	১০
গ) দেশি শিং-মাগুর-ট্যাংরা এবং কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ	৫	৫	৫	১০	১০	১০	১৫	১৫	১৫
ঘ) দেশি কৈ/থাই কৈ/ ভিয়েতনাম কৈ এর একক এবং কার্প মাছের মিশ্র চাষ	৫	৫	৫	১০	১০	১০	১৫	১৫	১৫
ঙ) কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ	৫	৫	৫	১০	১০	১০	১৫	১৫	১৫
চ) কুচিয়া মোটাতাজাকরন	-	-	-	৫	৫	৫	৫	৫	৫
মোটঃ	৩০	৩০	৩০	৫০	৫০	৫০	৮০	৮০	৮০
পোনা অবমুক্তকরণ, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ও মৎস্য উপকরণ									
ক) প্রশিক্ষণ (মৎস্য)	২	২	৫০	২	২	**৫০**	৪	৪	**১০০**
খ) মাঠ দিবস	-	-	-	**১**	**১**	**৬৩**	**১**	**১**	**৬৩**
গ) মাছের পোনা অবমুক্তকরণ কর্মসূচি	-	-	-	**১**	**১**	**৭৬**	**১**	**১**	**৭৬**
ঘ) উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ (মৎস্য)	-	-	-	**১**	**১**	**২৫**	**১**	**১**	**২৫**
ঙ) অবহিতকরণ কর্মশালা	-	-	-	**১**	**১**	২০	**১**	**১**	**২০**
২.০ প্রাণিসম্পদ ইউনিট									
প্রদর্শনী খামার (সংখ্যা)									
খ) ছাগল পালন	৩৫	৩৫	৩৫	৩০	৩০	৩০	**৬৫**	**৬৫**	**৬৫**
গ) গাভি পালন	১০	১০	১০	**১২**	**১২**	**১২**	**২২**	**২২**	**২২**
ঙ) প্রাণিসম্পদ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (ভার্মি কম্পোষ্ট/অন্যান্য)	৭৫	৭৫	৭৫	৮০	৮০	৮০	**১৫৫**	**১৫৫**	**১৫৫**
ছ) ব্রয়লার	০	০	০	**৫**	**৫**	**৫**	**৫**	**৫**	**৫**
ঝ) বাক সেন্টার স্থাপন	০	০	০	৬	৬	৬	৬	৬	৬
ঠ) কোয়েল	০	০	০	৫	৫	৫	৫	৫	৫
ড) গরু মোটাতাজাকরণ	১০	১০	১০	০	০	০	১০	১০	১০
মোটঃ	১৩০	১৩০	১৩০	১৩৮	১৩৮	১৩৮	২৬৮	২৬৮	২৬৮
প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)									
ক) ছাগল /ভেড়া/পাঁঠা পালন	১	১	২৫	২	২	৫০	৩	৩	৭৫
খ) গাভি পালন/ গরু মোটাতাজাকরণ/মহিষ পালন	২	২	৫০	১	১	২৫	৩	৩	৭৫
গ) লেয়ার/ ব্রয়লার/ সোনালী মুরগি পালন	০	০	০	১	১	২৫	১	১	২৫
ঘ) ভার্মি কম্পোস্ট	৩	৩	৭৫	৩	৩	৭৫	৬	৬	১৫০
মোট	৬	৬	১৫০	৭	৭	১৭৫	১৩	১৩	৩২৫
খামার দিবস (সংখ্যা)									
খামার দিবস	০	০	০	৪	৪	৪২১	৪	৪	৪২১
মোট	০	০	০	৪	৪	৪২১	৪	৪	৪২১

ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টার

লক্ষ্য: ফিজিওথেরাপীর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

উদ্দেশ্য:

১. প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিবন্ধিতার হাত থেকে রক্ষা করা।
২. স্বল্প খরচে প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের থেরাপী সেবা প্রদান।
৩. ফিজিওথেরাপীর মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য থেরাপী সেবা নিশ্চিত করা

ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টারের কর্মএলাকা:
ইপসা ফিজিও থেরাপী সেন্টার সীতাকুণ্ডের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত। এই ফিজিও থেরাপী সেন্টারে সাধারনত সমগ্র সীতাকুণ্ড উপজেলা, সন্দীপ, মীরশরাই উপজেলা ও ফেনীর প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিরা নিয়মিতভাবে থেরাপী গ্রহন করেন।

ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টারের সময়সুচী:ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টার নিয়মিত ভাবে সপ্তাহে ছয় দিন (শনি, থেকে বৃহস্পতিবার) সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত পরিচালিত হয়। পাশাপাশি সপ্তাহের সেবা গ্রহনকারীর চাহিদা অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে ইপসা ফিজিওথেরাপীষ্টের মাধ্যমে নিয়মিত থেরাপী প্রদান করা হচ্ছে।

<u>যে সব ফিজিক্যাল থেরাপীসমূহ প্রদান করা হয়:</u>

- সারভিক্যাল ট্রাকশন (ICT)
- লাম্বরা ট্রাকশন(IPT)
- আল্ট্রা সাউন্ড থেরাপী (UST)
- শর্ট ওয়েভ ডায়াথারমি (SWD)
- ইনফ্রারেড রেডিয়েশন থেরাপী (IRR)
- ইলেক্ট্রিক স্টিমুলেশন থেরাপী (EST)
- ট্রান্সকিউটেনিয়াস ইলেক্ট্রিক্যাল নার্ভ স্টিমুলেশন (TENS)
- প্যারাফিন ওয়াক্স -বাথ থেরাপী
- ফিজিক্যাল ফিটনেস থেরাপী

<u>যে সব রোগের থেরাপী সুবিধা রয়েছে:</u>
⦿ বাত-ব্যথা, ⦿প্যারালাইসিস, ⦿ ঘাড় ব্যথা, ⦿ মেরুদন্ড ও কোমর ব্যথা,⦿ পায়ের গোড়ালী ব্যথা,⦿ হাঁটুর ব্যথা, ⦿ হাত-পা ঝিনঝিন করা,⦿ জ্বালা পোড়া বা অবস লাগা, ⦿ হাতের কুনুই ও শোল্ডার ব্যথা,⦿ রিউমাটোলজি/ স্পোর্টস ইঞ্জুরী ব্যথা, ⦿ জিবিএস,⦿ স্ট্রোক, ⦿ জয়েন্ট মচকানো জড়তা, ⦿ মুখ বেঁকে যাওয়া ও অসাড়তা, ⦿ প্রতিবন্ধী শিশুর(সিপি শিশু) থেরাপী, ⦿ বেল পলসি, ⦿ অর্থোপেডিক্স ও ⦿ নিউরোসার্জারী অপারেশন পরবর্তী চিকিৎসা

থেরাপী সেন্টারে সেবা প্রদান:

পুরুষ-২০৫	নারী-২১২	মোট-৪১৭

ইপসা মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র

ইপসা মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, সীতাকুন্ড ও চট্টগ্রামে ৪টি মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে।

লক্ষ্যঃ সংস্থার নিজস্ব ও সমমনা সংগঠনের উন্নয়ন কর্মীদের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ।

উদ্দেশ্যঃ

- কর্মীদের সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- উন্নয়ন কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য উপযুক্ত করে তোলা

লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ উন্নয়ন কর্মী এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী।

সুযোগ সুবিধাসমুহ ঃ

- ৩০ আসন বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কক্ষ (এসি ও নন- এসি, সীতাকুন্ড)।
- ২৫ আসন বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কক্ষ (এসি ও নন-এসি, প্রধান কার্যালয়, চট্টগ্রাম)।
- ২৭ শয্যা বিশিষ্ট ডরমেটরী (প্রধান কার্যালয়, চট্টগ্রাম)।
- ০৮ শয্যা বিশিষ্ট ভি আই পি কক্ষ।
- ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ডরমেটরী এবং ৪টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অতিথি রুম (সীতাকুন্ড)।
- ৩০ আসন বিশিষ্ট উম্মোক্ত আলোচনা কক্ষ (প্রধান কার্যালয়, চট্টগ্রাম)।
- স্বাস্থ্যসম্মত খাবার সুবিধা । সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ,মোবাইল সহ ফোন সুবিধা, ফটোকপি সুবিধা।
- অডিও ভিজ্যুয়াল সুবিধা (টিভি, ভিডিও ওএইচপি, ডিভিডি)
- প্রজেক্টর ও মাল্টিমিডিয়া।
- প্রশিক্ষণার্থীদের ভ্রমন সুবিধা (বোটানিক্যাল গার্ডেন, ইকো পার্ক, সমুদ্র সৈকত, চন্দ্র নাথ মন্দির)।
- ই-মেইল ও ইন্টারনেট সুবিধা।

রেডিও সাগর গিরি এফএম ৯৯.২

লক্ষ্যঃ

গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় তথ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিতকরন।

উদ্দ্যেশ্যঃ

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সেবাসমূহে স্থানীয় জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
২. স্থানীয় কৃষি, লোকজ, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বিকাশের সহায়তা করা।
৩. স্থানীয় পর্যায়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ইতিবাচক মনোভাব ও সহায়ক পরিবেশ তৈরী করা।
৪. ক্ষুদ্র অর্থায়নের কার্যকারীতা ও ইতিবাচক দিক এবং ঋণের সুষ্ঠ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা।
৫. পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সচেতনতা সৃষ্টি ও জনসক্ষমতা তৈরীতে সহায়তা করা
৬. সম্প্রচার এলাকার সার্বিক সমন্বিত উন্নয়নে সহায়ক হিসাবে কাজ করা।

বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জনঃ

সম্প্রচার এলাকার দারিদ্রতা বিমোচনে তথা সমাজের সার্বিক উন্নয়নে জনগনের মাঝে সহজবোধ্য ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধ্যমে কৃষি,স্বাস্থ্য, জলবায়ু পরিবর্তন,দর্যোগ ব্যবস্থাপনা, অধিকার, সেবা প্রভৃতি নানা আর্থ - সামাজিক ও সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট তথ্য ও সৃজনশীল বিনোদন মূলক অনুষ্টান সম্প্রচার করা (প্রতিদিন ৫ ঘন্টা বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা)।

আগামী অর্থবছরে (২০১৭-২০১৮ইং) ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা

সাধারন সদস্যদের জন্য :

- একটি বার্ষিক সাধারন সভার আয়োজন (প্রধান কার্যালয়, চট্টগ্রাম)
- সংস্থার সকল সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে (শীতকালীন সময়) বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন
- সংস্থার সকল সদস্য এর সন্তানদের সমন্বয়ে বার্ষিক ক্রীড়া ও আনন্দ- বিনোদন অনুষ্ঠান আয়োজন ও পুরস্কার বিতরন (এইচআরডিসি সীতাকুণ্ড ক্যাম্পাস)
- বার্ষিক মিলাদ মাহফিল ও ইফতার (কোর অফিস-সীতাকুণ্ড)
- সংস্থার সাধারন সদস্য ও সীতাকুণ্ডস্থ কর্মীদের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ২০শে মে উদযাপন (এইচআরডিসি সীতাকুণ্ড ক্যাম্পাস)
- ৩১ শে ডিসেম্বর রাতে যুব ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা ও আপ্যায়ন (এভারগ্রীন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, সীতাকুণ্ড)
- কার্যকরী পরিষদের সভা: কমপক্ষে ৬টি
- সংস্থার চলমান কর্মসূচী যৌথমনিটরিং ভিজিট: কমপক্ষে ১টি কর্মএলাকা
- প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে গুরুতর অসুস্থ সদস্যদের এককালীন চিকিৎসা সহযোগিতা প্রদান
- সীতাকুণ্ডস্থ ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে একাকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান (প্রয়োজন অনুসারে)
- সংস্থার বাৎসারিক ডায়েরী ২০১৮ প্রদান
- সকল সদস্যদের মাসিক চাঁদা বাৎসরিক ভিত্তিতে সংগ্রহ ও জমা করা (প্রধান কার্যালয়)
- সকল সদস্যদের গ্রুপ জীবন বীমা (প্রতি সদস্যদের ১ লক্ষ টাকা) বাৎসরিক ভিত্তিতে নিয়মিতকরন (ডেলটা লাইফ ইন্সুরেন্স প্রতি সেপ্টম্বর মাস)

সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম:

- চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার জেলায় ৫টি, চাদঁপুর ও কুমিল্লা জেলায় ৫টি ও দক্ষিন চট্টগ্রাম এলাকায় ৫টিসহ মোট ১৫টি মাইক্রোফাইন্যান্স এন্ড মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ (এমএফএন্ডএমই) প্রোগ্রাম শাখা চালু করা
- খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার জন্য একটি এ্যাম্বুল্যান্স চালু

- সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়নে ও মনিটরিং কার্যক্রম বৃদ্ধিতে দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মী নিয়োগ করা
- রেডিও সাগর গিরি এফএম ৯৯.২ এর সম্প্রচার এলাকা ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি করা
- খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার সংস্থার নিজস্বা জায়গা ক্রয় করা
- ঢাকা আগারগাঁও/ শ্যামলী এলাকায় ঢাকা অফিস এর জন্য ফ্ল্যাট ক্রয় ইত্যাদি।

আগামী অর্থবছরে (২০১৭-২০১৮ইং) নতুন প্রস্তাবিত প্রকল্প সমূহ

১। প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম:**"উচ্চ ফলনশীল Barhiজাতের খেজুর চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্প।**
প্রকল্পের মেয়াদকাল: দুই বছর (প্রকল্প চুক্তি হবার তারিখ হতে গণনাকৃত)।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলাসহ পাহাড়ী এলাকা।
দাতা সংস্থা : পিকেএসএফ

২। প্রস্তাবিত প্রাণিসম্পদ প্রকল্পের শিরোনামঃ **''রেড চিটাগাং ক্যাটল (আরসিসি) -এর জাত সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ"**
উদ্যোগের উদ্দেশ্য ঃ
(i) দেশীয় রেড চিটাগাং (আরসিসি) জাত সংরক্ষণ,উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ
(ii)প্রদর্শনী খামার স্থাপন,ঋণপ্রাপ্ত সদস্যদের মাঝে বিশুদ্ধ জাত গাভী সরবরাহ
(iii) গুণগতমান সম্পন্ন দুধের সরবরাহ বৃদ্ধি,পালনকারীদের আয় বৃদ্ধি,কর্মসংস্থান সৃষ্টি
কর্ম এলাকা : সীতাকুন্ড। শাখার সংখ্যা : ৪টি (কুমিরা, আলেকদিয়া, মুরাদপুর ও সীতাকুন্ড শাখা)
দাতা সংস্থা : পিকেএসএফ

৩। প্রস্তাবিত প্রকল্পের নামঃ **মানসম্মত ইনপুট ও ব্যবসা উন্নয়ন সেবা সহজলভ্যকরণ এবং বিবণন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ছাগল পালনকারী উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প**
সেক্টরের নাম ঃ প্রাণিসম্পদ, **সাব সেক্টরের নাম** ঃ ছাগল পালন।
প্রকল্পের লক্ষ্যঃ উন্নত প্রাণি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ছাগল পালনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ।
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ
(i) ক্ষুদ্র খামারীদের ছাগল পালন বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন।
(ii)মানসম্মত ইনপুট প্রকল্প এলাকায় সহজলভ্যকরণ।
(iii) ব্যবসা উন্নয়ন সেবার প্রাপ্তি সহজিকরণ।
(iv) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগীতামূলক বাজারে প্রবেশ নিশ্চিতকরণ।

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ ৩ বছর (প্রকল্প শুরু থেকে ৩ বছর)
প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্যে লক্ষ্যভূক্ত উদ্যোক্তা: চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার ৩,৫০০জন।
দাতা সংস্থা : পিকেএসএফ

৪। প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম ঃ**প্রবীণ জনগোষ্টি বিষয়ে সামাজিক সচেতনায়ন ও উন্নয়ন কার্যক্রম**
কর্ম এলাকা: সৈয়দপুর ইউনিয়ন, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
দাতা সংস্থা : পিকেএসএফ

৫। প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম ঃ **ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কার্যক্রম**
কর্ম এলাকা: সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
দাতা সংস্থা : পিকেএসএফ

৬। প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম ঃ শহরাঞ্চলে বস্তি এলাকায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম
কর্ম এলাকা: চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
দাতা সংস্থা : ব্র্যাক কনসোর্টিয়াম

৭। প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম ঃ**প্রবীণ জনগোষ্টি বিষয়ক সচেতনায়ন ও উন্নয়ন কার্যক্রম**
কর্ম এলাকা: সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম ও কুতুবদিয়া, কক্সবাজার
দাতা সংস্থা : হেল্প এইজ ইন্টারন্যাশনাল

৮। প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম ঃজলবায়ু পরিবর্তনের কারনে ক্ষতিগ্রস্থ ও স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের নিয়ে পূর্ণবাসন প্রকল্প
কর্ম এলাকা: বাশঁখালী, পেকুয়া, কুতুবদিয়া, চকরিয়া,উপজেলা

দাতা সংস্থা : সিজেআরএফ

৯। প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম ঃ**উগ্রবাদ ও সহিংসতা প্রতিরোধ প্রকল্প**
কর্ম এলাকা: চট্টগ্রাম বিভাগ
দাতা সংস্থা : ইউএসএইড ও বাংলাদেশ সরকার

১০।প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম ঃ**ভোলান্টিয়ার** এক্যচেঞ্জ প্রোগ্রাম
কর্ম এলাকা: বাংলাদেশ, ভারত ও নেপাল
দাতা সংস্থা : এফকে নরওয়ে

১১। প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম ঃ**ই-গালর্স প্রজেক্ট**
দাতা সংস্থা : ইউসেফ ও ইউকেএইড

সংস্থার স্থায়ী সম্পদ এর বিবরণ

- ইপসা মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র - সীতাকুণ্ড ক্যাম্পাস (২ একর জায়গা ও ৪ তলা ভবন)
- ইপসা মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র - কাউখালী ক্যাম্পাস (১ একর জায়গা ও ২ তলা ভবন)
- ইপসা মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র - রামু ক্যাম্পাস (৩০ শতক জায়গা ও ২ তলা ভবন)
- সৈয়দপুর, সীতাকুণ্ডে ১০ শতক জায়গা (ভবিষ্যতের প্রশিক্ষন কেন্দ্র,স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও অফিস ভবন)
- কক্সবাজারের কলাতলী পাহাড়ী এলাকায় ৪০ শতক জায়গা (বিএস মামলাধীন)
- কক্সবাজারের সাবমেরিন ক্যাবল এলাকায় ১০ শতক জায়গা (ওয়ারিশ মামলাধীন)
- সীতাকুণ্ডে রেলওয়ে কর্তৃকপ্রদত্ত (দীর্ঘ মেয়াদী লীজ) ২ খন্ডে ১৮ শতক
- চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদী লীজ-১০ শতক ও পুরাতন ডাকবাংলো ভবন (যেখানে এভারগ্রীন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল পরিচালিত হয়)
- ইপসা'র নামে ঢাকা ইয়ারপোর্টের বিপরীতে অবস্থিত অশিয়ান সিটিতে ৫ কাঠা জায়গার প্লট (রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াধীন)

আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবীঃ
এ পর্যন্ত ইপসা'য় জার্মানী, কানাডা, আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড, হল্যান্ড, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার প্রায় ২০০ আর্ন্তজাতিক স্বেচ্ছাসেবী ইপসায় কাজ ও পরিদর্শন করেছেন। গত এক বছর ইপসায় ১৫ জন আর্ন্তজাতিক স্বেচ্ছাসেবী কাজ করেছেন।

মাসিক সমন্বয় সভা (এমসিএম) ঃ
প্রতিটি প্রকল্প /কর্মসূচি এলাকায় মাসে একটি সমন্বয়সভা অনুষ্ঠিত হয়। যাকে মাসিক সমন্বয়ন সভা (এমসিএম) বলা হয়। গত ১ বছরে সংস্থার প্রকল্প/কর্মসূচি /প্রকল্প এলাকায় মোট ৩২৫ টি এমসিএম অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় সমন্বয় সভা (সিসিএম)
সংস্থার সকল প্রকল্প/কর্মসূচি/প্রকল্প এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রতি মাসে ১টি সমন্বয়সভা অনুষ্ঠিত হয় যাকে কেন্দ্রীয় মাসিক সমন্বয় সভা বলা হয়। গত ১ বছরে মোট ০৫ টি সিসিএম অনুষ্ঠিত হয়।

ফাইন্যান্স টিম মিটিং (এফ টি এম)
সংস্থার সকল ফাইন্যান্স বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্তদের নিয়ে প্রতিমাসে ১টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। যাকে এফটিএম বলা হয়। গত ১বছরে মোট ১০টি এফটিএম অনুষ্ঠিত হয়।

সোশ্যাল ডেভেলপম্যন্ট সভা (এসডিএম সভা)
সংস্থার সকল প্রোগ্রাম অফিসার এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজারদের নিয়ে প্রতিমাসে ১টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। যাকে এসডিএম বলা হয়। গত ১বছরে মোট ০৬টি এসডিএম অনুষ্ঠিত হয়।

কোর ম্যানেজমেন্ট টিম মিটিং (সিএমটি)
সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রতিমাসে ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। যাকে সিএমটি বলা হয়। গত ১বছরে মোট ১৩টি সিএমটি অনুষ্ঠিত হয়।

কেস স্টাডী-১

ভিক্ষাবৃত্তিকে 'না' করে জীবনের অগ্রযাত্রায় সফল উজ্জীবক নুরুল আবছার

আমার আসল নাম নুরুল আবছার কেউ কোনদিন জানতে চায়নি। লেইঙ্গা ভিক্ষুক বলে পরিচিত ছিলাম। আজ ইপসা'র অবদানে আমার পরিচয় খুঁজে পেয়েছি। সমাজে বাস করতে হলে নিজের পরিচয় অনেক মূল্যবান বুঝতে পারছি। মানুষ হিসেবে নিজের সম্মানটুকু বুঝতে পারছি। অনেকটা সুখের আবেগে চোখ জোড়া ঝাপসা, মুগ্ধতার সাথে কাঁপা কাঁপা গলায় এভাবে নুরল আবছারের সাথে কথা এগিয়ে চলে।

নুরুল আবছার একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী। ১ জোড়া ক্যাচে ভর দিয়ে হাঁটেন। নুরুল আবছারের ভিক্ষাবৃত্তির অভ্যাস একদিনে হয়নি। তার জীবন সাজানোর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে গেল একটি মাত্র সড়ক দূর্ঘটনায়। ১৯৯২ সালে তার জীবনে ঘটে গেল এই বিরাট বিপর্যয়। পেশায় টেম্পু ড্রাইভার নুরুল আবছারের, ২ ছেলে ও ২ মেয়ে নিয়ে মোট-৬ জনের পারিবারিক জীবন যাপন ভালোই চলছিল। ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া করত। অর্থনৈতিকভাবেও মুটামুটিভাবে স্বচ্ছল ছিল। একদিন টেম্পু নিয়ে বাড়ী ফেরার পথে মালবাহী এক ট্রাকের সঙ্গে তার টেম্পুর সংঘর্ষ হয়।সারা শরীর জখম হয় এবং দূঘটনাস্থলেই তার বাম পা'টি হারান। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস আর কাকে বলে! অনেক টাকা ব্যয়েও কোনমতে ভাল হলেও স্বাভাবিক জীবন নিয়ে চিন্তা করতে পারছিলেন না। কারন তার এত দিনের জমানো সঞ্চয় সব হারিয়ে পথের ভিখারী হন। বলতে গেলে এই একটি দূর্ঘটনা তার সারা জীবনের জন্য , পুরো পরিবারের জন্য কান্না নিয়ে এলো। নুরুল আবছারকে ভাবে কীভাবে পূর্বের জীবন ফিরে পাবে। কেউ সহানুভূতি করে এগিয়ে আসছিলো না। পরিচিতমুখগুলো যেন অচেনা হয়ে উঠতে লাগল। মেয়ে বড় হলে ভিখারী বলে কিভাবে মেয়েকে বিয়ে দিবেন। নানা বিরক্তিতে একাকী বসে ভাবেন, কী উপায়ে জীবনের প্রতিবন্ধকতা দূর করবে বুঝতে পারেনা।

ইপসা'র সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন প্রোগ্রামের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইপসা'র কর্মী তার পরিবারের সাথে, কমিউনিটির সাথে গ্রুপ মিটিং, কমিউনিটি মিটিং এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধীতার নেতিবাচকতার ভিতর থেকে বের হয়ে আসতে ও সকলের চিন্তাভাবনাসমূহ নিয়ে মত বিনিময় করে। প্রতিবন্ধীতা বিষয়ক ওরিয়েন্টশন, কর্মশালা, সেমিনার এ অংশগ্রহনের সুযোগ করে দেয়। নুরুল আবছার ও তার স্ত্রী' প্রকাশ করে, তাদের ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার একটা সুযোগ করে দিতে। ইপসা'র শিক্ষাবৃত্তির আওতায় ২ ছেলেমেয়েকে সেই সুযোগ দেয়া হল। এমনকি এসএসসিও এইচএসসি পরীক্ষার সময় ফরম পূরনের জন্য আর্থিকভাবে ইপসা হতে সহায়তা করা হয়। বর্তমানে ছোট ছেলেটা বি.এ পড়ছে, ছোট মেয়েটিও দ্বাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। ২০০৯ সালে নুরুল আবছার ইপসা ছোট কুমিরা প্রতিবন্ধী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজের মনোবলকে আরো শানিত করে তুলে। সহজাত দূর্বলতা কাটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। নিজেকে সমাজের গুরুত্বপূর্ন অংশ হিসেবে ভাবতে শেখে। ২০১৫ সালে আবছার ইপসা'র অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন প্রকল্পে সদস্য হন এবং ইপসা সহজশর্তে তাকে ২০.০০০/= বিশ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করে। ঐ টাকায় বাড়ীর সাথে একটি দোকান দেয়। দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস চাল, ডাল, তৈল, লবন, আটা, বিস্কুট,চকলেট, পান, সিগারেট ইত্যাদি বিক্রী করেন। ব্যবসার কাজে তাকে এখন পরিবারের ছোট ছেলে সাহায্য করছে। পরবর্তীতে তিনি আরো ৫০.০০০/= বিশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে দোকানের পণ্য এবং কিছু সাইকেল ক্রয় করে ভাড়া দেয়। পাড়ায় দোকান হওয়াতে নুরুল আবছারের পরিবারের সাথে কমিউনিটির আগের চেয়ে আন্তরিকতার সম্পর্ক হয়। সবাই তাকে অন্তরিকতার সাথে সহযাগিতা করে। বর্তমানে তিনি মাসে প্রায় ৬০০০-৭০০০/ টাকা আয় করে সংসার চালান। ছোট ব্যবসা হলেও,ব্যবসার উন্নতি ও আয় দেখে নুরুল আবছার পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক জীবন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করে ভিক্ষাবৃত্তির মত লজ্জাজনক পেশা ও নেশাকে জীবনের জন্য 'না' করতে শেখে।

তিনি বলেন,'' ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে আমি কাজ করতে পারব তা ভাবিনি। কারন আমি কাজ করতে গেলে সব সময় আর্থিক সংকটে পড়তাম। ইপসা সহজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ঋণ সুবিধা দিচ্ছে, যা আমাকে প্রতিদিন নতুন স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকবার জন্য আনন্দ দিচ্ছে।

কেস স্টাডী-২

আনন্দদায়ক কর্মসংস্থান কোয়েল পালন

মায়মুনা বেগম (৫০), বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা 'ইপসা' মহানগর শাখার দোয়াজীপাড়া-১২ সমিতির একজন নিয়মিত ক্ষুদ্র ঋণ সদস্য। সংসারে উপার্জন বলতে স্বামীর আয়। ছেলে-মেয়ের পড়ালেখার ব্যয়, ঋণের কিস্তি, সাংসারিক ব্যয় ও অন্যান্য খরচ প্রভৃতি সামলাতে গিয়ে হিমশিম হচ্ছিল তার। চিন্তামগ্ন ছিলেন পরিবারের আয় কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়। অবস্থা ভেবে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ কর্মী সংস্থার পিকেএসএফ সহায়তাপুষ্ট প্রাণিসম্পদ ইউনিটের প্রাণিসম্পদ

কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবগত করেন ও মায়মুনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। আগ্রহ অনুভব করে প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তাকে কোয়েল পালন বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন।

শুরুতে আঁতকে উঠলেও কোয়েলের ডিমের গুণাগুণ সম্পর্কে বিশদ জানার চেষ্টা করেন। ডিমের বাজারজাতকরণ কিভাবে হবে,কে ক্রয় করবে ইত্যাদি বিষয়ে প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তাকে বুঝিয়ে বলেন।এরপর মায়মুনা বেগম ইউনিটের আওতায় ১০০ টি পাখি ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে কোয়েল পালন শুরু করেন। ১ মাস বয়সী পাখিগুলো ২০ দিন পালন করার পর এক পর্যায়ে ডিম দেওয়া শুরু করে। মায়মুনা বেগম প্রতিটি ডিম ৩ টাকা মুল্যে বিক্রয় করেন এবং উৎসাহিত হন। প্রতিমাসে সকল ব্যয় শেষে তিনি প্রায় ৩০০০-৪০০০/- টাকা আয় করেন। তাকে অনুসরণ করে গ্রুপের অন্যান্য সদস্যরা কোয়েল পালনে উৎসাহিত হচ্ছেন ও ডিম সংগ্রহ করছেন। এ পর্যন্ত ৪ জন ক্ষুদ্রঋণ বহির্ভুত সদস্য মায়মুনাকে অনুসরণ করে কোয়েল পালন শুরু করেছেন এবং প্রতিনিয়ত সদস্য ও দর্শনার্থীরা খোঁজ খবর নিচ্ছেন। কোয়েল পালন সম্পর্কে মায়মুনার বক্তব্য,"এটি একটি আনন্দদায়ক কর্মসংস্থান। আমি এই কোয়েল পালন করে বর্তমানে স্বামী ও সন্তান নিয়ে সুখে আছি।"

দাতা/সহযোগী সংস্থা সমূহ

* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর বিভিন্ন মন্ত্রনালয় * A2I কর্মসূচী * প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়,* পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পি কে এস এফ)* ইউএসএআইডি * ডিএফআইডি,ইউকেএইড*ওয়ার্ল্ড ব্যাংক * এ্যাকশনএইড বাংলাদেশ * হোপ '৮৭, * এফ এইচ আই * দি নেদারল্যান্ড এ্যামবেসি * ইসিএইচও * আইএলও *ইউনেস্কো *ইউএনএফপিএ * অক্সফাম * সেভ দ্যা চিলড্রেন *বেসিক ব্যাংক * ব্র্যাক * ভিএসও * হাসাব *প্ল্যান ইন্টারন্যাশানাল বাংলাদেশ * কানাডিয়ান সিডা *ডব্লিওবিবিট্রাস্ট * টাইডস ফাউন্ডেশন * আই ও এম * সাইটসেভার্স ইন্টারন্যাশনাল * এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক(এডিবি) * টোবাকো ফ্রি কিড্স * আরণ্যক ফাউন্ডেশন * উইনরক ইন্টারন্যাশনাল * অক্সফ্যাম নভিব *হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল * ঢাকা আহসানিয়া মিশন *ইউরোপিয়ান কমিশন * জাপান এম্বেসী * ডিসপ্ল্যাসম্যান্ট সল্যুশানস * এইচএসবিসি *জাতীয় এসটিডি এইডস কর্মসূচী, *স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়, * বিএসআরএম ফাউন্ডেশন * কাউন্টার পার্ট ইন্টারন্যাশনাল * লেবার ভয়েস'স * ওয়ার্ল্ড ইনটেলেকচুয়্যাল প্রোপার্টি অরর্গানাইজেশন- (ডব্লিউআইপিও) * সিএলএস, *ব্রিটিশ কাউন্সিল ও প্রকাশ* কে সিএফ ইত্যাদি।